ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-170 ■ 21 March, 2026 ■ আগরতলা ২১ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ৬ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিধানসভায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল

বিরোধীতায় বিরোধীদের ওয়াক আউট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ ।। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত তিনটি বিলকে ঘিরে আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়। বিলগুলির বিরোধিতা করে কংগ্রেস ও সিপিএম শেষ পর্যন্ত ওয়াকআউট করেছে।

বিল তিনটি হল, সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যালাইড স্কিল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা বিল, ২০২৬, অটল বিহারী বাজপেয়ী স্কিল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা বিল, ২০২৫ এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা বিল, ২০২৫। বিরোধীদের অভিযোগ, যথাযথ যাচাই-বাছাই ছাড়াই এসব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং এগুলোর কাছে ইউজিসি-র অনুমোদন নেই।

শুক্রবার বিধানসভার ষষ্ঠ দিনে অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া বিলগুলো পাশের জন্য উপস্থাপন করলে বিরোধী দলনেতা ও সিপিআই(এম) বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী তীব্র আপত্তি জানান। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিষয়ে পরিষ্কার কোনো তথ্য বিলের মধ্যে নেই। বিশেষ করে ভারত এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল ট্রাস্ট, হাপুর-এর উল্লেখ থাকলেও তাদের অবস্থান বা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ ।। তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল রাজ্যের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দেবে। অর্থের লেনদেনের মাধ্যমেই এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুমোদন দিয়েছে সরকার। তাই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে জনগণের কাছে বিচার চাইলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, এই তিনটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বাজেট

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়ন হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ ।। ২০২৬ - ২৭ অর্থ বছরের বাজেটে সমাজের সব স্তরের মানুষের উন্নয়ন হবে। সত্যিকারের অর্থেই এবার একটা জনমুখী বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। রাজ্যের বর্তমান সরকার সমস্ত কিছু স্বচ্ছতার মাধ্যমে করার চেষ্টা করছে।

সম্প্রতি ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়ের পেশ করা প্রস্তাবিত বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আজ বিধানসভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় তাঁর বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ত্রিপুরা বিধানসভার নবম অধিবেশনে গত ১৬ মার্চ ২০২৬ এ অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় ২০২৬ - ২৭ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করেছেন। আর আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করছি। অনেকদিন পরে এমন একটা সুন্দর বাজেট আমি দেখতে পেয়েছি। বাজেটের মধ্যে একটা আর্থিক শৃঙ্খলা দরকার। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা ছোট রাজ্য ত্রিপুরা। এই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে চাহিদার উপর সামঞ্জস্য রেখে বাজেট পেশ করা খুবই কঠিন কাজ। এই সুন্দর বাজেট পেশ করার জন্য আমি অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যকে সামঞ্জস্য রেখে এবারের বাজেট পেশ হয়েছে রাজ্যে।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেট কেন্দ্রের বাজেটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের নিজেদের আত্মনির্ভর হওয়ার বিষয়টি বাজেটে প্রতীয়মান হয়েছে। এতে সমাজের সব স্তরের মানুষের উন্নয়ন হবে। মহিলা থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী, যুব সম্প্রদায়, জনজাতি তপশিলি জাতি, ওবিসি, সংখ্যালঘু, কর্মচারী, পেনশনার সহ সকলেই এবারের বাজেটে সুফল পাবেন। সত্যিকারের অর্থেই একটা জনমুখী বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। সব শ্রেণীর মানুষের কথা মাথায় রেখে এবারের বাজেট পেশ করেছেন তিনি। কথায় নয়, কাজের মাধ্যমেই নিজের নেতৃত্ব প্রমাণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতি ১১তম স্থান থেকে পঞ্চম হয়ে চতুর্থ স্থানে চলে এসেছে। আগামী ২০৩০ এ তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে ভারত।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, দেশের উন্নয়ন হলে রাজ্যেরও উন্নয়ন হবে। সেই দিশায় এবার রাজ্যের বাজেট পেশ হয়েছে। এবারের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক শূন্যপদ নিয়ে বিধানসভায় শাসক-বিরোধীদের তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ ।। ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক শূন্যপদ ও গেস্ট লেকচারার নিয়োগ নিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন আজ উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মনকে একাধিক প্রশ্নে চাপে ফেলেন।

বিষয়টি উত্থাপন করে সুদীপ রায় বর্মন জানান, সরকার যেখানে ৩০৬টি শূন্যপদের কথা স্বীকার করেছে, সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে বর্তমানে ৭৩২ জন গেস্ট বা ভিজিটিং লেকচারার নিযুক্ত রয়েছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন (টিপিএসসি)-এর মাধ্যমে ২০০টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান, পাশাপাশি আরও ২০১টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব রয়েছে। যার ফলে মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৪০১। এই পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত ৯৫টি পদ সৃষ্টির যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

নিয়োগের মানদণ্ড নিয়েও অসঙ্গতির অভিযোগ তোলেন কংগ্রেস বিধায়ক। ইউজিসি-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী লেকচারারদের নেট, স্লেট বা পিএইচডি ডিগ্রি থাকা আবশ্যক হলেও বাস্তবে অনেক গেস্ট লেকচারার কেবল স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী বলে দাবি করেন তিনি। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পিজি ডিগ্রিধারীদের সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন। পাশাপাশি ৪০ বছরের ঊর্ধ্বে প্রার্থীদের জন্য বয়সসীমা শিথিল করা হবে কি না, সে প্রশ্নও তোলেন তিনি।

এর জবাবে মন্ত্রী কিশোর বর্মন তথ্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা হস্তক্ষেপ করে জানান, দীর্ঘদিন ধরেই নেট, স্লেট ও পিএইচডি যোগ্য প্রার্থীর অভাব থাকায় গেস্ট ও ভিজিটিং লেকচারার নিয়োগের প্রথা চালু রয়েছে।

এতে আপত্তি জানিয়ে সুদীপ রায় বর্মন দাবি করেন, রাজ্যে প্রায় ১,৭০০ জন যোগ্য প্রার্থী রয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, এর আগে কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় বাজেট অধিবেশনের পঞ্চম দিনে কলেজগুলিতে শূন্যপদের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। জবাবে মন্ত্রী পুনরায় জানান, ৩০৬টি পদ শূন্য রয়েছে এবং সেগুলি পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া কবে শুরু হবে, তা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা জানতে চান বিরোধীরা।

এদিকে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী আলোচনায় যোগ দিয়ে জানান, ২০১৯ সালের ৩০ জুলাইয়ের তথ্য অনুযায়ী সহকারী অধ্যাপকের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১,৩৯০ এবং ইউজিসি-এর নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত হওয়া উচিত ১:৩০।

মন্ত্রী কিশোর বর্মন বিস্তারিত তথ্য দিয়ে জানান, ৩০৬টি শূন্যপদের মধ্যে ২৩৪টি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঈদ-উল-ফিতর

রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

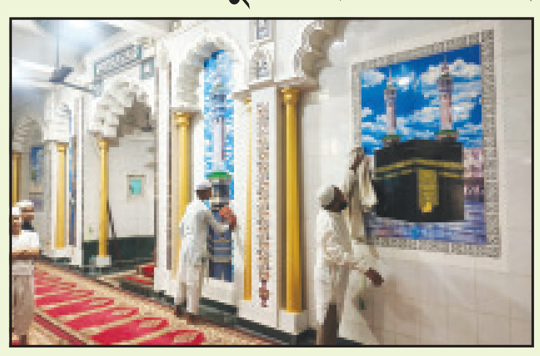

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ ।। ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, ঈদ-উল-ফিতর পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এটি এমন একটি মাস, যখন সমগ্র মানবজাতীর জন্য সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদ, ক্ষমা এবং করুণা লাভের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়।

পবিত্র রমজান মাসটি মূলত সৎ চিন্তা সহ মানুষের প্রতি হৈতেষী মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে পালন করা হয়। এটি আমাদের দান-খয়রাত, পরোপকার এবং উদারতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই উৎসব রাজ্যের জনগণের মাঝে আনন্দ, ভালোবাসা, সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বয়ে আনুক।

এদিকে, পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণসহ সকল রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মাসব্যাপী রমজানের ত্যাগ, সংযম ও তিতিক্ষার শেষে আসে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। ঈদের এই খুশির মূহুর্তে আসুন আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি যেন আমরা একটি সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে পারি। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সকল অংশের জনগণের সুস্থ ও সুন্দর জীবন কামনা করেন।

এনডিপিএস মামলায় অভিযুক্তের জামিন গ্রেপ্তার প্রক্রিয়ায় ত্রুটি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ ।। এনডিপিএস মামলায় অভিযুক্ত এক মহিলাকে জামিন মঞ্জুর করেছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের সম্ভাব্য প্রক্রিয়াগত ত্রুটি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

১৬ মার্চ প্রদত্ত রায়ে বিচারপতি এস দত্ত পুরকায়স্থ সোনামুড়া থানার মামলা নম্বর ৯৭/২০২৫-এ গ্রেপ্তার হওয়া পপি আক্তারের জামিন মঞ্জুর করেন। মামলাটি এনডিপিএস ধারার ২০(বি)(ii)(বি), ২৫ এবং ২৯ ধারায় দায়ের করা হয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২৪ নভেম্বর ২০২৫ রাতে নির্দিষ্ট সূত্রের ভিত্তিতে সোনামুড়ায় অভিযুক্তের বাড়ি থেকে প্রায় ৫.৯৮৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্তের স্বামী পালিয়ে যায় এবং এখনও পলাতক রয়েছে।

শুনানির সময় প্রতিরক্ষা পক্ষ দাবি করে, অভিযুক্তকে রাতে আটক করা হলেও পরদিন সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়, যা মহিলাদের গ্রেপ্তার সংক্রান্ত ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির নিয়মের বিধান লঙ্ঘন করে। এই প্রক্রিয়াগত ত্রুটির ভিত্তিতেই জামিন প্রাপ্য বলে তারা যুক্তি দেয়। অন্যদিকে, রাজ্য পক্ষ জানায় যে জরুরি পরিস্থিতিতে অভিযুক্তকে পালানো থেকে আটকাতে তাৎক্ষণিকভাবে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল এবং সব ক্ষেত্রে এই বিধান কঠোরভাবে প্রযোজ্য নয়।

উভয় পক্ষের বক্তব্য ও বিভিন্ন আদালতের রায় পর্যালোচনা করে আদালত জানায়, মহিলাদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে সুরক্ষা বিধান গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তা লঙ্ঘিত হলেই প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জামিনের অধিকার সৃষ্টি হয় না। তবে আদালত উল্লেখ করে, ২৪ নভেম্বর রাতে আটক করার পর কেন পরদিন সকালে গ্রেপ্তার দেখানো হলো, সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষ বলে আদালত মত দেয়, যদিও ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত মন্তব্য করা হয়নি।

উদ্ধার হওয়া মাদকের পরিমাণ ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণির, তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে এবং অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরে হেফাজতে রয়েছেন এই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচন ঘিরে কড়া নিরাপত্তা শহরজুড়ে ফ্ল্যাগ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ মার্চ ।। আসন্ন ৫৬ নং ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। তারই অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার রাতে ধর্মনগর শহরজুড়ে পুলিশের এক বিশাল ফ্ল্যাগ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধর্মনগর থানার ওসি মিনা দেববর্মা-র নেতৃত্বে এই ফ্ল্যাগ মার্চ পরিচালিত হয়। এতে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর বিপুল সংখ্যক জওয়ান অংশগ্রহণ করেন।

শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বাজার, জনবহুল মোড় এবং সংবেদনশীল অঞ্চলগুলোকে চিহ্নিত করে এই ফ্ল্যাগ মার্চ পরিচালনা করা হয়। পুলিশের এই শক্তি প্রদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং নির্বাচনের আগে যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি প্রতিরোধ করা।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আসন্ন উপনির্বাচন যাতে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যেই আগাম এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋণ শোধের দাবি আত্মহত্যার প্ররোচনা নয় ঃ সুপ্রিমকোর্ট

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ।। শুধুমাত্র ঋণ ফেরতের দাবি তোলা মাত্রেই তা আত্মহত্যায় প্ররোচনার সামিল হতে পারে না বলে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল সুপ্রিম কোর্ট। গুজরাতের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে দায়ের হওয়া ফৌজদারি মামলা খারিজ করে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, আইনসঙ্গত পাওনা ফেরত চাওয়াকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যায় না।

ধীরুভাই নাঞ্জিভাই পটেল লোটওয়ালার দায়ের করা আপিল মঞ্জুর করে বিচারপতি মনোজ মিশ্র ও বিচারপতি মনমোহনের বেঞ্চ গুজরাত হাই কোর্টের আগের নির্দেশ খারিজ করে দেয়। এর আগে হাই কোর্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬ এবং ৫০৬(২) ধারায় দায়ের হওয়া এফআইআর ও পরবর্তী প্রক্রিয়া বাতিল করতে অস্বীকার করেছিল।

মামলার সূত্রপাত গুজরাতের মোরবি জেলায় এক ব্যক্তির আত্মহত্যাকে ঘিরে। অভিযোগ, ধার করা টাকা শোধের জন্য একাধিক পাওনাদারের চাপ ও হয়রানিতে তিনি ট্র্যাক্টর-ট্রলির নীচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

মৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া সুইসাইড নোটের ভিত্তিতে মোরবির হালভদ থানায় এফআইআর দায়ের হয়। ওই নোটে মৃত ব্যক্তি ৯ জন পাওনাদারের নাম উল্লেখ করে অভিযোগ করেন, বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য তাঁরা তাঁকে হুমকি দিচ্ছিলেন।

অভিযোগপক্ষ কল ডিটেল রেকর্ডও পেশ করে। তাতে দেখা যায়, ঘটনাটির আগের ছ'মাসে অভিযুক্ত আপিলকারী প্রায় ৪০ বার মৃত ব্যক্তিকে ফোন করেছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টে আপিলকারীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, আত্মহত্যায় প্ররোচনার কোনও উপাদান এই মামলায় নেই। ঋণ শোধের জন্য তাগাদা দেওয়া আইনসঙ্গত কাজ এবং হুমকির অভিযোগও অস্পষ্ট ও প্রমাণহীন বলে জানানো হয়।

রায়ে বিচারপতি মনোজ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানায়, এই মামলায় আপিলকারীর বিরুদ্ধে মূল ভরসা ছিল সুইসাইড নোট এবং কল রেকর্ডকিন্তু আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই দুই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিইউএনএফ-এর জঙ্গি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ ।। বিস্ফোরক সংক্রান্ত একটি গুরুতর মামলার তদন্তে বড় সাফল্য পেল ত্রিপুরা পুলিশ। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল অভিযান চালিয়ে এক জঙ্গিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামছড়া-কাঞ্চনপুর সড়কে টিএসআর ১৩তম ব্যাটালিয়নের টহলদারি দল সন্দেহজনক গতিবিধির ভিত্তিতে প্রথমে ভানলাল লিয়ানা রিয়াং ওরফে অর্ণজয় রিয়াং (৪৮)-কে আটক করে। পরবর্তীতে তার কাছ থেকে টিইউএনএফ-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আপত্তিকর সামগ্রী উদ্ধার হয় এবং মামলায় জড়িত থাকার প্রমাণ মিললে তাকে ভাংমুন থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ভাংঘমুন থানার মামলা রয়েছে। মামলা নং ২০২৫ভিজিএম০০৭।

তদন্তে উঠে এসেছে, ধৃত ব্যক্তি টিইউএনএফ জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং পুলিশ বাহিনীর গাড়িকে লক্ষ্য করে নাশকতা ও বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করছিল। এর মাধ্যমে নিরাপত্তা কর্মীদের উপর হামলা চালানো এবং অস্ত্র ও গোলা বারুদ লুটের ছক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫টি বিল রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ ।। রাজ্য বিধানসভায় আজ ৫টি বিল গৃহীত হয়েছে। এই বিলগুলি হচ্ছে দ্য মহারাজা বীর বিক্রম ইউনিভার্সিটি (এমেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫, (দ্য ত্রিপুরা বিল নং ০৭ অব ২০২৫), সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যালাইড স্কিল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা বিল ২০২৬ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং ০৯ অব ২০২৬), অটল বিহারী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২০ মার্চ ঃ সীমান্তে নজরদারি জোরদারের মধ্যেই বক্সনগরের বাতাদোলা সীমান্ত এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তির নাম তপন পাল (৫৩)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত তপন পাল বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার হাতহাজারী থানার অন্তর্গত ফতেহাবাদ এলাকার চৌধুরীহাটের বাসিন্দা। তার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৈশ্বিক জ্বালানি অঙ্গনে নির্ণায়ক অধ্যায় রচনায় ভারত ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ।। বৈশ্বিক জ্বালানি অঙ্গনে ভারত এক নির্ণায়ক অধ্যায় রচনা করছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর কথায়, বিদ্যুতায়ন, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং উৎপাদন খাতে জোরালো অগ্রযাত্রার মাধ্যমেই এই পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে।

শুক্রবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও নতুন ও

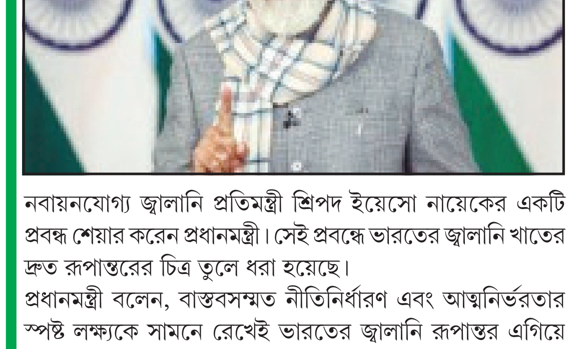

নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী শ্রিপদ ইয়েসো নায়েকের একটি প্রবন্ধ শেয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই প্রবন্ধে ভারতের জ্বালানি খাতের দ্রুত রূপান্তরের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাস্তবসম্মত নীতিনির্ধারণ এবং আত্মনির্ভরতার স্পষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ভারতের জ্বালানি রূপান্তর এগিয়ে চলছে। পরিচ্ছন্ন জ্বালানি সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিদ্যুতায়নের সম্প্রসারণ এবং দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে ভারত বিশ্ব জ্বালানি পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে উঠে আসছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রিপদ নায়েক তুলে ধরেছেন যে, বাস্তবধর্মী নীতি এবং আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যকে ভিত্তি করেই দেশের জ্বালানি রূপান্তর পরিচালিত হচ্ছে। বিদ্যুতায়ন, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং উৎপাদন ব্যবস্থার উপর জোর দিয়ে ভারত বৈশ্বিক জ্বালানি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা

খোয়াই নদীর পাড়ে পড়ল গাড়ি, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ মার্চ।। তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানীপুর এলাকায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন তিনজন। ওই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, একটি অল্টো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খোয়াই নদী-র পাড়ে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার ফলে গাড়িতে থাকা তিনজন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী। দমকল কর্মীরা উদ্ধারকাজ চালিয়ে আহতদের তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। আহতদের নাম সুরজিৎ দেববর্মা, পঞ্চী রয় দেববর্মা এবং সুমন দেববর্মা। তাদের সকলের বাড়ি কাঁকড়াছড়া এলাকায় বলে জানা গেছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২১ মার্চ, ২০২৬ইং
৬ চৈত্র, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সুরক্ষাই বড় প্রশ্ন

সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণকে নিয়া রাজনৈতিক দলগুলির টানা হ্যাচরা যেন নিত্যদিনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে হিন্দুত্ববাদী বলিয়া অনেক রাজনৈতিক দল আখ্যায়িত করিলেও এই তকমা খারিজ করিবার জন্য বিজেপির প্রচেষ্টার কোন ঘাটতি নাই। সংখ্যালঘু জনগনের কল্যাণ সাধন করিবার মধ্য দিয়াই বিরোধীদের যোগ্য জবাব দেবার চেষ্টা চালাইতেছে কেন্দ্রের বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার। নানা সমীক্ষার মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ মিলিতেছে। নির্বাচনে জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করিতেছে বিভিন্ন রাজ্যে। বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারিতেছে বিজেপি সহ প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। সেই কারণেই সংখ্যালঘুদের নিয়া মায়া কান্নার কোন খামতি রাখিতে চাহিতেছে না কোন রাজনৈতিক দল। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের গত নয় বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ ইহার সুফল ভোগ করিতেছেন। শিক্ষা চাকুরী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের জন্য বাড়তি সুবিধা প্রদান করিতেছে সরকার। সংখ্যালঘুদের সুযোগ-সুবিধার দিকে বেশি করিয়া নজর দেওয়া জরুরি। দলমত নির্বিশেষে প্রায় সব সরকারই এরকম মত পোষণ করে। তবে, বর্তমান মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংখ্যালঘু বিদ্বেষের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যানও কি একই কথা বলিতেছে? সম্প্রতি সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের তথ্য দিয়াই সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন এক বিজেপি নেতা। তাহা মোদির আমলে সংখ্যালঘুদের বিকাশের কোন তথ্য তুলিয়া আনিলেন তিনি? সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করিতেছে কেন্দ্র। এমন অভিযোগে প্রায় একযোগেই সরব হন বিরোধীরা। তাঁহাদের সব অভিযোগ যে অমূলক, তাহা নয়। তবে, এর পালটা হিসাবে একেবারে অন্য তথ্যও যে আছে, তাই-ই এবার স্পষ্ট করিয়া দিলেন বিজেপি নেতা তথা গেরুয়া শিবিরের সংখ্যালঘু সেলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদিক সুফি এম কে চিস্তি। তাঁহার দাবি, মোদির আমলেই সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি সুবিধা পাইয়াছে।'প্রায় ৯ বছরের মেয়াদে মোদি সরকারের সঙ্গে সংখ্যালঘুদের রসায়নে অনেকটাই বদল আসিয়াছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষাও সে ইঙ্গিত দিয়াছিল। বিজেপি মানেই যে সংখ্যালঘু বিদ্বেষী দল, এমন একরৈখিক বিরোধিতার বয়ানকে সন্দেহের মুখে দাঁড় করিয়াছিল এই সমীক্ষা। সিএসডিএস লোকনীতি-র বিশেষ এই সমীক্ষা জানাইয়াছিল, ৪৪ শতাংশ মুসলিম ধর্মাবলম্বী মনে করেন, অর্থনৈতিক অবস্থা মোটের উপর একই রকম আছে। নতুন নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোদির ভূমিকা নিয়াও সেখানে তারিফ করিয়াছেন মুসলিমরা। এক্ষেত্রেও হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমদের তরফে বেশি ভোট পাইয়াছেন মোদি। যেখানে ১১ শতাংশ হিন্দু মোদির পক্ষে, সেখানে মুসলিমদের সমর্থন ১৪ শতাংশ। হিন্দুদের থেকেও বেশি শতাংশ মুসলিমরা মোদিকে সেরা বক্তা হিসাবে মনে করেন। তাঁহাদের মতে মোদির মতো সুবক্তা সারা দেশে আর নাই। মোদির কথার জাদুতে যেমন মুগ্ধ ২৪ শতাংশ হিন্দু, তেমনই মুগ্ধ ২৯ শতাংশ মুসলিম। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের মনের কথাই এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। একই ইঙ্গিত করিয়াছেন এই বিজেপি নেতাও। তাঁহারও দাবি, মুসলিমরা তো বটেই, সামগ্রিক ভাবে সংখ্যালঘুরা সবথেকে বেশি উপকৃত হইয়াছেন মোদির জমানাতেই। তথ্য দিয়া তিনি জানাইয়াছেন, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ২০১৪ সালে সরকারি চাকুরে ছিলেন ৪.৫ শতাংশ। সেখানে বর্তমানে সেই হার বাড়িয়া হইয়াছে ১০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ সরকারি চাকরিতে সংখ্যালঘুরা যে অনেকটাই অগ্রসর হইয়াছেন, এমনটাই মত নেতার। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আনিয়াছে মোদি সরকার, তাহার সুবিধা পাইয়াছেন সংখ্যালঘুরা। উন্নয়নের নিরিখে অন্তত সরকার কোনও রকম ভাগাভাগিকে যে প্রশ্রয় দেয়নি, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন তিনি।

বৈশ্বিক ক্ষমতার নেতৃত্বে ভারতের অবস্থান সুদৃঢ়করণ

কীভাবে ভারত এক নতুন প্রবৃদ্ধির ধারায় প্রাণসঞ্চার করছে

শ্রী মনোহর লাল
কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রী, ভারত সরকার

প্রাচীন প্রার্থনা-'তমসো মা জ্যোতির্গময়'- অর্থাৎ "অন্ধকার থেকে আমাদের আলোর পথে চালিত করো"- কেবল একটি আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকেই ধারণ করে না, বরং তা আধুনিক ভারতেরই এক উপাখ্যান। গত এক দশকে, আমরা এই ভাবাদর্শকে বাস্তবে রূপ দিয়েছি; বিদ্যুতের যে পরিকাঠামো একদা তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতির সমার্থক ছিল, তাকে আমরা বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল, বহুমুখী এবং সংস্কার-চালিত বিদ্যুৎ বাজারে রূপান্তরিত করেছি।

ভারত যখন নিজেকে একটি বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র, একটি বিকাশমান ডিজিটাল অর্থনীতির চালিকাশক্তি এবং পরিচ্ছন্ন শক্তির ক্ষেত্রে একটি দায়িত্বশীল অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে, তখন বিদ্যুৎ খাত আমাদের জাতীয় প্রতিযোগিতামূলকসক্ষমতার মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছে। গত এক দশকে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন সক্ষমতাউল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছি; এর ফলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে যেখানে জাতীয় বিদ্যুতের ঘাটতি ছিল ৪.২ শতাংশ, তা কমিয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মধ্যে মাত্র ০.০৩ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। শুধুমাত্র ২০২৫-২৬ অর্থবছরেই (জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত) সব উৎস মিলিয়ে রেকর্ড পরিমাণ ৫২.৫৩ গিগাওয়াট (জিডব্লিউ) বিদ্যুৎ উৎপাদনসক্ষমতা যুক্ত করা হয়েছে- যা এক অর্থবছরে যুক্ত হওয়া সর্বোচ্চ সক্ষমতার রেকর্ড এবং যা পূর্ববর্তী সেরা রেকর্ড (২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৩৪.০৫ জিডব্লিউ)-কেও ছাড়িয়ে গেছে।

মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০১৪ অর্থবছরের ১,০২০.২ বিলিয়ন ইউনিট (বিইউ) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ অর্থবছরে ১,৮৩০ বিলিয়ন ইউনিটে পৌঁছেছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ২০১৪ সালের ৯৫৭ কিলোওয়াট-ঘণ্টা (কে-ডব্রিউএইচ) থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ১,৪৬০ কিলোওয়াট-ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে; যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বিদ্যুতের সহজলভ্যতা বৃদ্ধিরই প্রতিফলন। এই অগ্রগতির ফলে দেশের প্রতিটি ঘরবাড়ি, কৃষি খামার এবং শিল্প-কারখানা তাদের প্রয়োজনীয় নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে পেরেছে; আর এর সুবাদেই ভারত বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তমবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী দেশে পরিণত হয়েছে। যদিও আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনসক্ষমতা ৫২০ গিগাওয়াটেরও বেশি, তবুও একটি বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রকৃত পরীক্ষা হলো কোনো রকম পরিচালনাগত চাপ বা বিঘ্ন ছাড়াই বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদার সময় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সক্ষমতা। ২০২৪ সালের গ্রীষ্মকালে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা রেকর্ড পরিমাণ ২৫০ গিগাওয়াটে পৌঁছেছিল এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এই চাহিদার পরিমাণ ছিল ২৪২.৪৯ গিগাওয়াট। অতীতে বিদ্যুতের চাহিদার এমন আকস্মিক উল্লম্ফন বিদ্যুৎ গ্রিডের ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করতে পারত; কিন্তু আমাদের "লোডডিসপ্যাচ সেন্টার" গুলো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং প্রায় শূন্য পরিমাণ বিদ্যুৎ অপচয় বা ঘাটতি ছাড়াই সেই পরিস্থিতি সফলভাবেসামাল দিয়েছে। এই অসামান্য স্থিতিস্থাপকতা বা সহনশীলতা সম্ভব হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম "সিনক্রোনাস গ্রিড"-এর কল্যাণে- যার আন্তঃ আঞ্চলিকবিদ্যুৎ সঞ্চালন সক্ষমতা ১২০ গিগাওয়াট এবং যা সমগ্র দেশকে 'এক জাতি- এক গ্রিড- এক কম্পাঙ্ক' ব্যবস্থার আওতায় একীভূত করেছে।

একইভাবেঅনুপ্রেরণাদায়ক বিষয়টি কেবল এটাই নয় যে আমরা ঠিক কত বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি, বরং আমরা সেই বিদ্যুৎ ঠিক কীভাবে উৎপাদন করছি- সেটিও সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। জীবাশ্ম-বহির্ভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার অংশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ভারতকে নির্ধারিত সময়ের প্রায় পাঁচ বছর আগেই তার এনডিসি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫০ শতাংশ ক্রমবর্ধমান জীবাশ্ম-বহির্ভূত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম করেছে এবং এটি আমাদের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তর ও জলবায়ু অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। ২০১৪ সাল থেকে, মিশন-মোড প্রকল্পগুলির মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাত নতুন রূপ পেয়েছে, যা একটি টেকসই রূপান্তরকে চালিত করার পাশাপাশি বিদ্যুতের সহজলভ্যতাবাড়িয়েছে। দীন দয়ালউপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা ভারতের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে, যার পরে আসে সৌভাগ্য প্রকল্প, যা লক্ষ লক্ষ পরিবারে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়ে সকলের জন্য বিদ্যুতের সহজলভ্যতাকে বাস্তবে পরিণত করেছে।

আরেকটি যুগান্তকারী সংস্কার হলো, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে একই আইএসটিএসসাবস্টেশনে সৌর এবং অ-সৌর সময়ের জন্য পৃথক সংযোগের প্রবর্তন। সৌর প্রকল্পগুলি সৌর সময়ে সংযোগ পাবে, অন্যদিকে স্টোরেজ এবং বায়ু প্রকল্পগুলি অ-সৌর সময়ে সংযোগ পাবে। এটি বিপুল অব্যবহৃত সঞ্চালন ক্ষমতাকে কাজে লাগায়, অতিরিক্ত লাইন ছাড়াই নবায়নযোগ্য এবং স্টোরেজ প্রকল্পগুলির চালুকরণকেত্বরান্বিত করে, সঞ্চালন খরচ কমায় এবং ব্যবহার উন্নত করে। ডিজিটাল ক্ষমতায়ন আমাদের আধুনিকীকরণের গল্পের একটি অপরিহার্য উপাদান। পুনর্গঠিত বিতরণ খাত প্রকল্প (আরডিএসএস)-এর অধীনে, ৩.০৩ লক্ষ কোটি টাকার ব্যয়ে আমরা দেশব্যাপী স্মার্ট প্রিপেইড মিটার চালু করছি, যা পরিষেবা সংস্থা এবং নাগরিকদের মধ্যেকার সংযোগ ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করছে। এই প্রকল্পটি ইতোমধ্যেই সুফল এনেছে: ক্ষুণ্ণ লোকসান ২০২১ সালের ২১.৯১ শতাংশ থেকে কমে ২০২৫ সালে ১৫.০৪ শতাংশস -এ দাঁড়িয়েছে এবং সরবরাহকৃত প্রতি ইউনিটে অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ৬৯ পয়সা থেকে কমে ৬ পয়সা হয়েছে।

আমাদের ডিজিটাল অর্থনীতির অগ্রগতির সাথে সাথে, বর্তমান চাহিদা সামলানোর মতোই ভবিষ্যতের চাহিদা অনুমান করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০৩০ সালের মধ্যে ডেটা সেন্টারের ক্ষমতা ১.৪ গিগাওয়াট থেকে বেড়ে ৯ গিগাওয়াট হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এবং শুধুমাত্র এই কেন্দ্রগুলোই ভারতের মোট বিদ্যুতের প্রায় ৩ শতাংশ ব্যবহার করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), গবেষণা ও উন্নয়ন (আর-অ্যান্ড-ডি) এবং অন্যান্য প্রযুক্তি-চালিত ক্ষেত্র থেকে আসা বিদ্যুতের এই বিশাল ও নিরবচ্ছিন্ন চাহিদা টেকসইভাবেমেটানোই আমাদের পরবর্তী মাইলফলক। নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসারের সাথে সাথে শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আমাদের ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল পরিকাঠামো যেন পরিচ্ছন্ন শক্তি দ্বারা চালিত হয়, তা নিশ্চিত করতে ভারত বৃহৎ পরিসরে পাম্পডস্টোরেজ প্রকল্প এবং ব্যাটারি শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। জাতীয় সবুজ হাইড্রোজেন মিশন ভারতকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে, যা গ্রিডেরস্থিতিশীলতা এবং নবায়নযোগ্য শক্তির উচ্চতর ব্যবহারে সহায়তা করছে।

আমরা পারমাণবিক শক্তিতেও দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছি, যা একটি স্বল্প-কার্বন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ মিশ্রণের অপরিহার্য অংশ। ২০৪৭ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক সক্ষমতার লক্ষ্যমাত্রা এবং ২০২৫ সালের শান্তি আইন আমাদের প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্বকে নিশ্চিত করে এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের জন্য আইনি ও নীতিগত কাঠামো তৈরি করে। এখন আমাদের যা প্রয়োজন, এবং এই শীর্ষ সম্মেলন যা ত্বরান্বিত করতে পারে, তা হলো প্রযুক্তি, অর্থায়ন এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব।

বিকশিত ভারতকে শক্তি জোগাতে, গ্লোবাল সাউথ জুড়ে বিদ্যুতায়নত্বরান্বিত করতে এবং একটি স্থিতিস্থাপক ও ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত জ্বালানি বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলতে, আমাদের অবশ্যই উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে সমন্বিত পদক্ষেপে যেতে হবে। সরকার, শিল্পপতি, উদ্ভাবক এবং বৈশ্বিক অংশীদারদের জন্য এটাই সেই মুহূর্ত, যখন তারা যৌথভাবে একটি নতুন জ্বালানি কাঠামো তৈরি করবে যা হবে পরিচ্ছন্ন, নির্ভরযোগ্য, ডিজিটালভাবেসমন্বিত এবং বিশ্বব্যাপী আন্তঃসংযুক্ত। ভারতকে অবশ্যই আন্তঃসীমান্তবিদ্যুৎ সহযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে; পরবর্তী প্রজন্মের সঞ্চালন, ডিজিটাল গ্রিড ইন্টেলিজেন্স এবং ওএসওডব্লিউওজি-ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থায়সাহসিকতার সাথে বিনিয়োগ করতে হবে; এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জলবিদ্যুৎ উদ্ভাবন, নমনীয় গ্যাস সম্পদ এবং ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার ত্বরান্বিত করতে হবে। এই গতিকে আরও শক্তিশালী সমন্বয়ের মাধ্যমে জোরদার করতে হবে।

এই প্রেক্ষাপটে, নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত "ভারত বিদ্যুৎ শীর্ষ সম্মেলন ২০২৬" বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এমন এক ক্রান্তিলগ্নে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে, যখন সমগ্র জাতি একটি টেকসই, নিরাপদ এবং প্রযুক্তি-চালিত বিদ্যুৎ বাস্তুতন্ত্রের দিকে নিজেদের উত্তরণ প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করে তুলছে। "বিদ্যুতায়িতপ্রবৃদ্ধি, টেকসইতার ক্ষমতায়ন এবং বিশ্বব্যাপী সংযোগ স্থাপন" এই মূল প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এই শীর্ষসম্মেলনটি বিভিন্ন অংশীজনদেরএকত্রিত করার মাধ্যমে বৈশ্বিক জ্বালানি রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ভারতের নেতৃত্বকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরবে। এটি অবকাঠামোর আধুনিকায়ন, নবায়নযোগ্য শক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গ্রিডেরনির্ভরযোগ্যতা সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে ভারতের অঙ্গীকারকে বিশেষভাবে তুলে ধরবে। এই শীর্ষ সম্মেলনটি পারস্পরিক সহযোগিতা, নীতিগত আলোচনা এবং বিনিয়োগ সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি জাতীয় ও বৈশ্বিক মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে।

আমরা অনুমান করছি যে, ২০৩২ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৩৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি এবং সঞ্চালন ও বিতরণে ৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে; যার মধ্যে কেবল শক্তি সঞ্চয় খাতেই ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি সুযোগ বিদ্যমান। এই সম্ভাবনা বাস্তব চাহিদার ওপরই প্রতিষ্ঠিত; কারণ ভারতের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনসক্ষমতা ইতিমধ্যেই ৫২০ গিগাওয়াটছাড়িয়ে গেছে এবং তা দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছেএমনকি গ্রিড-জনিত নির্গমনেরতীব্রতা ক্রমশ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও।

আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই- 'বিকশিত ভারত'-কে প্রাণবন্ত করে তুলতে এবং 'গ্লোবাল সাউথ'-এর অভিন্ন সমৃদ্ধির পথকে আলোকিত করতে।

সেনা ও বিএসএফের সন্তানদের বিভিন্ন এন্ট্রান্সের কোচিংয়ের টিউশন ফি''তে সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ ছাড় দেবে আকাশ

আগরতলা, ২০ মার্চ : ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে জে.ই.ই, নিট সহ বিভিন্ন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রস্তুতির ক্ষেত্রে দেশের শীর্ষ সংস্থা আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড বিএসএফ অর্থাৎ সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এর লক্ষ্য সেনাবাহিনীর কর্মরত সদস্য, অবসরপ্রাপ্ত সদস্য, বীরত্ব পুরস্কারপ্রাপ্ত জওয়ান, প্রতিবন্ধী সেনা সদস্য এবং দায়িত্ব পালনের সময় শহিদ হওয়া জওয়ানদের পরিবারের কল্যাণে সহায়তা প্রদান করা। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড সেনাবাহিনী ও বিএসএফ কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য সংযুক্ত স্কলারশিপ প্রদান করবে, যারা ভারতের বিভিন্ন আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিস লিমিটেড (এ.ই .এস. এল) সেন্টারে ভর্তি হবে। মেধাভিত্তিক স্কলারশিপ কর্মসূচির সঙ্গে সমন্বয় করে উচ্চমানের একাডেমিক কোচিং পাবারও সুযোগ করে দেবে। আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিস লিমিটেড সারা দেশে জাতীয় স্তরের স্কলারশিপ ও ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন পরীক্ষা আয়োজন করবে। এর মধ্যে থাকবে আকাশ ন্যাশনাল ট্যালেন্ট হান্ট পরীক্ষাএবং অন্যান্য অনুরূপ পরীক্ষা। এই পরীক্ষাগুলি নির্ধারিত ডিফেন্স স্কুলের ক্যাম্পাস এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড এর সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে।

বিএসএফ কর্মী ও তাদের সন্তানদের স্কলারশিপ সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেমন, দায়িত্ব পালনকালে শহিদ হওয়া কর্মীদের সন্তানদের জন্য শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন/ভর্তি ফি দিতে হবে। টিউশন ফি ও অন্যান্য একাডেমিক খরচে ১০০ শতাংশ ছাড়। বীরত্ব পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মী বা কুড়ি শতাংশের বেশি প্রতিবন্ধী থাকা কর্মীদের সন্তানদের জন্য টিউশন ফিতে ৯০ শতাংশ ছাড়। কুড়ি শতাংশের কম প্রতিবন্ধকতা থাকা কর্মীদের সন্তানদের জন্য টিউশন ফিতে ৫০ শতাংশ ছাড়। কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সন্তানদের জন্য টিউশন ফিতে ২০ শতাংশ ছাড়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মী ও তাদের পরিবারের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের সময় মৃত্যুবরণ করা সেনা সদস্যদের সন্তানদের ক্ষেত্রে শুধু রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে, অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত ফিতে ১০০ শতাংশ ছাড় থাকবে। কুড়ি শতাংশের বেশি প্রতিবন্ধকতা থাকা সেনা সদস্য বা বীরত্ব পুরস্কারপ্রাপ্ত সদস্যদের সন্তানদের জন্য টিউশন ফিতে ১০০ শতাংশ ছাড়।

কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্যদের সন্তানদের জন্য টিউশন ফিতে কুড়ি শতাংশ ছাড় থাকবে। আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড এর এমডি ও সিইও চন্দ্র শেখর গরিসা রেড্ডি বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বিএসএফের সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব আমাদের সাহসী সৈনিকদের ত্যাগকে সম্মান জানানোর একটি সুযোগ, কারণ এর মাধ্যমে তাদের পরিবারের সদস্যদের মানসম্মত শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা দেওয়া সম্ভব হবে। স্কলারশিপ, মেন্টরিং ও কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিস লিমিটেড চেষ্টা করছে যাতে আমাদের এই বীরদের সন্তানরা তাদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা অর্জন করতে পারে এবং ভবিষ্যতে নিজেদের ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন ও অফলাইন উভয় প্ল্যাটফর্মে নিয়মিত একাডেমিক মেন্টরিং, ক্যারিয়ার গাইডেন্স এবং কাউন্সেলিং পরিষেবাও প্রদান করা হবে।

চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ কেন লাল হয়ে যায়

আসহাবিল ইয়ামিন

চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ পৃথিবীর ছায়ার আড়ালে ঢাকা পড়ে। তখন পৃথিবী থেকে দেখা যায়, চাঁদের উজ্জ্বল পাশ ধীরে ধীরে লাল রঙে রঙিন হয়ে উঠছে। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় লাল রং সবচেয়ে বেশি চোখে পড়লেও আংশিক চন্দ্রগ্রহণের সময়ও চাঁদের গায়ে হালকা লালচে আভা দেখা যায়। কিন্তু পৃথিবীর ছায়ায় ঢাকা পড়লে তো চাঁদ অন্ধকার বা কালো হয়ে যাওয়ার কথা, তাই না? তাহলে সেটি কালো না হয়ে উল্টো রক্তবর্ণ বা লাল কেন হয়?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভাষায় একে বলা হয় র‍্যালে স্ক্যাটারিং। ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালের নামে আলোর এই বিচ্ছুরণের নামকরণ করা হয়েছে। এই নামের পেছনে কাজ করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কারসাজি। মহাজাগতিক এই দৃশ্যটি নিজের চোখে দেখতে পাবেন আজই। এটিই হতে যাচ্ছে চলতি বছরের একমাত্র পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। সুযোগটা হাতছাড়া করলে আবার পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখার জন্য ২০২৮ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

তবে এই মহাজাগতিক দৃশ্যে পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে কিন্তু একই রূপ দেখা যাবে না। কেউ হয়তো দেখবেন পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ, আবার কেউ দেখবেন চাঁদ পৃথিবীর ছায়ার ঠিক প্রান্ত ঘেঁষে চলে যাচ্ছে। একে বলা হয় আংশিক চন্দ্রগ্রহণ। বাংলাদেশ থেকেও এই আংশিক চন্দ্রগ্রহণের দৃশ্য দেখতে পাওয়ার কথা।

পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় লাল রং সবচেয়ে বেশি চোখে পড়লেও আংশিক চন্দ্রগ্রহণের সময়ও চাঁদের গায়ে হালকা লালচে আভা দেখা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভাষায় একে বলা হয় র‍্যালে স্ক্যাটারিং।

চন্দ্রগ্রহণের মূল দৃশ্যটা শুরু হয় চাঁদ পৃথিবীর ছায়ার একদম কেন্দ্রীয় অংশে প্রবেশ করতে শুরু করলে। বিজ্ঞানীরা এই ঘন অন্ধকার জায়গার নাম দিয়েছেন আম্ব্রা। বাংলায় একে বলা হয় প্রচ্ছায়া। চাঁদ যখন এই প্রচ্ছায়ার ভেতরে ঢুকতে শুরু করে, ঠিক সেই মুহূর্তেই তার উজ্জ্বল রুপালি রূপটি বদলে গিয়ে গায়ে আগুনের মতো লাল আভা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাসার বিজ্ঞানীরা জানান, চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ যখন পৃথিবীর ছায়ার একদম কেন্দ্রীয় অংশে অবস্থান করে, তখনই এটি অদ্ভুত লালচে রং ধারণ করে। এই লাল রঙের কারণেই চন্দ্রগ্রহণকে অনেক সময় ব্লাড মুন বলা হয়। কিন্তু চাঁদ লাল দেখায় কেন?

আগেই বলেছি, এর পেছনে আছে র‍্যালে স্ক্যাটারিং। সূর্যের সাদা আলোর মধ্যে সাতটি রং থাকে। এই র‍্যালে স্ক্যাটারিংয়ের কারণেই বায়ুমণ্ডলের ছোট ছোট কণাগুলো নির্দিষ্ট কিছু রঙের আলো বেশি ছড়িয়ে দেয়, আর কিছু রং পার হতে দেয় অনায়াসে।

আসলে এ সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল একটি ফিল্টারের মতো কাজ করে। সূর্যের সাদা আলো যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যায়, তখন বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা ও গ্যাস নীল বা বেগুনি রঙের মতো কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোগুলোকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয় (বিচ্ছুরণ)। কিন্তু লাল বা কমলার মতো বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোগুলো বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সোজাসুজি চলে যেতে পারে। নাসার বিজ্ঞানীরা জানান, চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ যখন পৃথিবীর ছায়ার একদম কেন্দ্রীয় অংশে অবস্থান করে, তখনই এটি অদ্ভুত লালচে রং ধারণ করে। এজন্য চন্দ্রগ্রহণকে অনেক সময় ব্লাড মুন বলা হয়।

পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য্য, পৃথিবী ও চাঁদ একদম সরাসরি একই সরলরেখায় চলে আসে। ফলে পৃথিবীর বিশাল ছায়া চাঁদের ওপর পড়ে সূর্যের সরাসরি আলোকে আটকে দেয়। কিন্তু পুরোপুরি অন্ধকার হয় না কেন? কারণ, সূর্যের আলো সরাসরি পৌঁছাতে না পারলেও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তা কিছুটা বেঁকে চাঁদের ওপর গিয়ে পড়ে। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ একদম সরাসরি একই সরলরেখায় চলে আসে এআইয়ের সাহায্যে তৈরি লম্বা এই ভ্রমণের সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে থাকা ধূলিকণা ও গ্যাস একটি ফিল্টারের মতো কাজ করে।সূর্য্যের সাদা আলো যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যায়, তখন বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা ও গ্যাস নীল বা বেগুনি রঙের মতো কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোগুলোকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয় (বিচ্ছুরণ)। কিন্তু লাল বা কমলার মতো বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোগুলো বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সোজাসুজি চলে যেতে পারে। এই দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল ও কমলা আলো বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সোজা চলে যায় চাঁদের পৃষ্ঠের ওপর।

আসলে এ সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল লেন্সের মতো কাজ করে সূর্যের লাল আলোকে সামান্য বাঁকিয়ে দেয়। এই বাঁকিয়ে যাওয়া লাল আলো সরাসরি চাঁদের অন্ধকার অংশে গিয়ে পড়ে। যেহেতু নীল আলো আগেই বিচ্ছুরিত হয়ে হারিয়ে গেছে, শুধু লাল আলোটিই চাঁদের গায়ে প্রতিফলিত হয়। আর এভাবেই পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে থেকেও চাঁদ কালো না হয়ে লাল রঙে দেখা যায়।

সূর্যের সাদা আলো যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যায়, তখন বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা ও গ্যাস নীল বা বেগুনি রঙের মতো কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোগুলোকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়।

একটি পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ কিন্তু হঠাৎ করেই লাল হয়ে যায় না, এটি ধাপে ধাপে নিজের রং বদলায়। শুরুতে চাঁদকে কিছুটা ধূসর দেখায়, এরপর ধীরে ধীরে তা কমলা এবং সবশেষে গাঢ় লাল বা অ্যাম্বার রং ধারণ করে। তবে এই লাল রং কতটা উজ্জ্বল হবে, তা নির্ভর করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপর। যদি বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা বেশি থাকে, তবে চাঁদকে অনেক বেশি গাঢ় এবং রক্তবর্ণ দেখায়। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় শুরুতে চাঁদকে কিছুটা ধূসর দেখায়, এরপর ধীরে ধীরে তা কমলা এবং সবশেষে গাঢ় লাল রং ধারণ করে তবে চাঁদ সব সময় পৃথিবীর ছায়ার আড়ালে পুরোপুরি ঢেকে যায় না। যখন সূর্য্য, পৃথিবী ও চাঁদ একদম নিখুঁতভাবে একই সরলরেখায় থাকে না, তখন ঘটে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের কেবল একটি অংশকে গ্রাস করে, বাকিটা আগের মতোই উজ্জ্বল থাকে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তার আবহে ভারত-ইইউ বাণিজ্য চুক্তি দেখাতে পারে নতুন পথ: ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্য

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ: বৈশ্বিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার আবহে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) বাণিজ্য চুক্তি একটি নতুন পথ দেখাতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য আনা স্টুর্গখ। তাঁর মতে, এই চুক্তি ভারতের জন্য বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ বাজারে আরও গভীর প্রবেশাধিকারের সুযোগ তৈরি করবে, আর ইইউ-র জন্য এটি হবে এক গতিশীল ও প্রভাবশালী অংশীদারের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করার পদক্ষেপ।

'দ্য ইউরোপ ইন্ডিয়া জার্নাল'-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে আনা স্টুর্গখ লিখেছেন, বর্তমান অনিশ্চিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারত-ইইউ বাণিজ্য চুক্তি উভয় পক্ষের কাছে উন্মুক্ত ও নিয়মভিত্তিক বাণিজ্যের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার সুযোগ এনে দিচ্ছে।

তিনি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে মুক্ত বাণিজ্য কখনওই শুধু কৌশলগত বিষয় নয়, বরং এটি ইউনিয়নের পরিচয়ের একটি মৌলিক স্তম্ভ। তাঁর দাবি, যখন ইইউ-র বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার এই নীতিকেই প্রশ্ন করতে শুরু করেছে, তখন ভারত-ইইউ-সহ একাধিক বড় চুক্তি আলোচনার পর্যায়ে থাকা নিছক কাকতালীয় নয়; এর পেছনে রয়েছে বহু বছরের পরিকল্পনা, আলোচনা এবং মূল মূল্যবোধের প্রতি প্রতিশ্রুতি।

স্টুর্গখের বক্তব্য, ইইউ তার বাণিজ্য অংশীদারদের সঙ্গে রফতানির পরিমাণ দ্বিগুণ, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তিনগুণ পর্যন্ত বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্য প্রভাবও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর দাবি, এই চুক্তির ফলে বছরে সম্মিলিত রফতানি ৩০ বিলিয়ন ইউরো, অর্থাৎ প্রায় ৩.২ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে।

তিনি আরও বলেন, অস্ট্রিয়ার যন্ত্রপাতি শিল্প থেকে শুরু করে ভারতের ওষুধশিল্পউভয় পক্ষের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেই নতুন সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে, উদ্ভাবন ত্বরান্বিত হবে এবং দুই পক্ষের সাধারণ নাগরিকও সরাসরি উপকৃত হবেন। তাঁর মতে, এটি শুধুমাত্র পণ্যের আদানপ্রদান নয়, মূল্যবোধ ও ভাবনারও আদানপ্রদান।

ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতির ভাষায় যাকে 'মাদার অফ অল ডিলস' বলা হয়েছে, সেই চুক্তি বাণিজ্য ও অর্থনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বৃহত্তম গণতন্ত্রের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে বলেও মন্তব্য করেন স্টুর্গখ।

বাণিজ্য চুক্তির পাশাপাশি স্বাক্ষরিত নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বকেও তিনি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যখন বিশ্বজুড়ে চাপে, তখন এই সহযোগিতা একটি জোরালো বার্তা দেয়গণতন্ত্রগুলো একসঙ্গে কাজ করেই ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে এবং করা উচিত।

স্টুর্গখ আরও উল্লেখ করেন, বাণিজ্য চুক্তি শুধু শুল্ক বাধা কমায় না, বরং ন্যায্য বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মও স্থির করে, যা দুই পক্ষের পাশাপাশি বাইরের অংশীদারদেরও উপকারে আসে। কৃষি সুরক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা মানদণ্ড এবং শক্তিশালী উৎপত্তি-নিয়মের পাশাপাশি জলবায়ু মোকাবিলায় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও এতে রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ইইউ ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে কার্বনমুক্তিকরণে আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ দেবে। সব মিলিয়ে, প্রায় ২০০ কোটি মানুষের এক যৌথ অর্থনৈতিক ও কৌশলগত পরিসর গড়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে এই অংশীদারিত্বে, যা ভবিষ্যতে উভয় পক্ষের অভিন্ন লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

মিউল অ্যাকাউন্ট চক্র ভাঙল পঞ্জাব পুলিশ গ্রেপ্তার ৩

চণ্ডীগড়, ২০ মার্চ: সাইবার প্রতারণার টাকার লেনদেন, স্তরায়ণ এবং নিষ্পত্তির জন্য ভুয়ো বা 'মিউল অ্যাকাউন্ট' খুলে সরবরাহকারী একটি চক্রের পর্দাফাঁস করল পঞ্জাব পুলিশের স্টেট সাইবার ক্রাইম ডিভিশন। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে শুক্রবার জানিয়েছেন পঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি গৌরব যাদব।

ধৃতদের নাম গুরজিত সিং, রমন রাই এবং সুখদেব সিং। এরা সকলেই ফাজিলকা জেলার জলালাবাদের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, মোহালির একটি ভাড়া করা ঘর থেকে 'ব্রাদার ট্রেডার্স' নামে অফিস চালিয়ে তারা সাইবার প্রতারকদের জন্য চলতি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ব্যবস্থা করে দিত।

ডিজিপি জানান, ধৃতদের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে। এছাড়া তাদের কাছ থেকে ২৩টি এটিএম কার্ড, ২টি ল্যাপটপ, ৭টি মোবাইল ফোন, ৫টি সিম কার্ড, জাল ব্যাঙ্ক ও কেওয়াইসি নথি, ১৪টি চেকবই, ৬টি স্ট্যাম্প এবং ৫,১০০ ইউএসডিটি মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের দাবি, গত দু'বছর ধরে এই বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল ধৃতরা। মিউল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করে তারা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা কমিশন উপার্জন করেছে।

তদন্তে জানা গিয়েছে, জাল ও বিকৃত নথি ব্যবহার করে এই অ্যাকাউন্টগুলি খোলা হত। সন্দেহ এড়াতে মোহালিতে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে ভুয়ো ব্যবসায়িক পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। প্রয়োজনে সাইনবোর্ড বদলানো হত এবং আয়ুর্বেদিক পণ্য রেখে আসল ব্যবসার আবহ তৈরি করা হত বলে পুলিশ জানিয়েছে।

অভিযান সম্পর্কে সাইবার ক্রাইম শাখার স্পেশাল ডিজিপি ভি. নীরজা বলেন, সাইবার অপরাধ রুখতে 'ডোমেস্টিক হটস্পট'-এর বিরুদ্ধে চলা অভিযানের অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

তিনি জানান, তদন্তে উঠে এসেছে যে অভিযুক্তদের টেলিগ্রামের মাধ্যমে চীনা নাগরিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল। তারা ওই ব্যক্তিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করত এবং বিনিময়ে ইউএসডিটি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লাভ পেত।

আইফোরসি-র 'সমন্বয়' পোর্টালে আন্তঃরাজ্য সংযোগ খতিয়ে দেখে পুলিশ জানতে পেরেছে, এই মিউল অ্যাকাউন্টগুলির সঙ্গে অন্তত ২৪ জন সাইবার প্রতারণার শিকারের যোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলিতে মোট ২৬.৬৫ লক্ষ টাকা লিয়েন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া এটিএম কার্ডগুলির সূত্র ধরে আরও প্রতারিত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা এবং গোটা চক্রের বিস্তার সম্পর্কে তথ্য জানতে তদন্ত চলছে।

বৃন্দাবনের আশ্রমে প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাষ্ট্রপতি মুর্মুর, আধ্যাত্মিক আলাপ

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনে শ্রী হিত রাধা কেলি কুঞ্জ আশ্রমে শ্রদ্ধেয় সাধক প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। এ সময় দু'জনের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

রাষ্ট্রপতির চলমান তিন দিনের উত্তরপ্রদেশ সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ছিল এই সাক্ষাৎ। সফরসূচি অনুযায়ী, তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও জনসম্পৃক্ত কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন।

শুক্রবার সকালে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই রাষ্ট্রপতি আশ্রমে পৌঁছন। সেখানে প্রেমানন্দ মহারাজের শিষ্য ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে স্বাগত জানান। পরে রাষ্ট্রপতি মহারাজের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, সামাজিক সম্প্রীতি ও মানুষের কল্যাণে বিশ্বাসের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয় বলে সূত্রের খবর।

১৯ মার্চ থেকে শুরু হওয়া এই সফরে রাষ্ট্রপতি অযোধ্যা, মথুরা ও বৃন্দাবনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থানে প্রার্থনা ও পূজা অর্চনা করছেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি মথুরায় পৌঁছে ইসকন মন্দিরে যান। সেখানে সন্ধ্যা আরতিতে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি স্বামী প্রভুপাদের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান। এছাড়াও কৃষ্ণ-বলরাম ও শ্যামসুন্দর মন্দিরে প্রার্থনা করেন। এর আগে অযোধ্যায় শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে 'শ্রী রাম যন্ত্র' স্থাপন করেন রাষ্ট্রপতি। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হওয়া এই অনুষ্ঠানকে মন্দির নির্মাণের প্রায় সমাপ্তির এক প্রতীকী মাইলফলক হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই আচার-অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ভারত, কাশী ও অযোধ্যার পণ্ডিতরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেমানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতের পর রাষ্ট্রপতির দিনভর আরও একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। পরে তিনি নিম করৌলি বাবার স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন করবেন। সন্ধ্যায় বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে নতুন অনকোলজি ব্লকের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে। এই উদ্যোগে এলাকায় ক্যানসার চিকিৎসা পরিষেবা আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়াও তিনি সাধ্বী ঋতম্ভরা প্রতিষ্ঠিত 'ভাতল্য গ্রাম'-এ যাবেন, যেখানে প্রবীণ ও অনাথ শিশুদের পরিচর্যা করা হয়।

রাষ্ট্রপতির এই সফর ২১ মার্চ শেষ হবে। সেদিন তিনি গোবর্ধনের দানঘাটি মন্দিরে প্রার্থনা করবেন এবং ঐতিহ্যবাহী গোবর্ধন পরিক্রমায় অংশ নেবেন। এরপর তিনি নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন।

অসম বিধানসভা ভোট: আজ মনোনয়ন জমা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-সহ একাধিক নেতা

গুয়াহাটি, ২০ মার্চ: অসম বিধানসভা নির্বাচনের মনোনয়ন পর্ব শুক্রবার আরও গতি পেল। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-সহ একাধিক হাই-প্রোফাইল প্রার্থী আজ মনোনয়নপত্র জমা দিতে চলেছেন। এর মধ্য দিয়েই রাজ্যে তীব্র নির্বাচনী লড়াই আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জলুকবাড়ি কেন্দ্র থেকে ফের প্রার্থী হচ্ছেন। তিনি আজ কামরূপ (মেট্রোপলিটন) জেলার নির্বাচন আধিকারিকের দফতরে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন।

মনোনয়ন জমার আগে খানাপাড়া ভেটেরিনারি মাঠ থেকে হেঙ্গরাবাড়ির ডেপুটি কমিশনারের কার্য্যালয় পর্যন্ত প্রায় ৫.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রোড শোয়ের নেতৃত্ব দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই কর্মসূচিকে রাজনৈতিক শক্তি প্রদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী সমর্থকদের রোড শোয়ে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সমর্থকদের আশীর্বাদই আসন্ন নির্বাচনে তাঁর লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে।

জলুকবাড়ি কেন্দ্র ২০০১ সাল থেকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। তিনি টানা ষষ্ঠবারের জন্য এই কেন্দ্র থেকে জয়ের লক্ষ্য নিয়েছেন। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার এই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তিনি পরাজিত হন। পরে ২০০১ সালে প্রথম জয় পান।

এদিকে, বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া নজিরা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন জমা দেবেন। ২০১১ সাল থেকে তিনি এই কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই আসনের সঙ্গে তাঁর পরিবারেরও দীর্ঘ রাজনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা রিপুন বরা উত্তর অসমের বরছলা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন।

আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুৰিঞ্জ্যোতি গগৈ খোৱাং কেন্দ্র থেকে লড়বেন। অন্যদিকে, রাইজৰ দলের প্রধান অখিল গগৈ শিবসাগর কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই মনোনয়ন পর্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, কারণ এর মধ্য দিয়েই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীরা আনুষ্ঠানিকভাবে ময়দানে নামছেন।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ২৩ মার্চ। ২৪ মার্চ হবে মনোনয়নের স্ক্রুটিনি। ২৬ মার্চ পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন।

১২৬ আসনবিশিষ্ট অসম বিধানসভার ভোটগ্রহণ হবে ৯ এপ্রিল। ফল গণনা হবে ৪ মে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এ বারের অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কৌশল মূল সমর্থনভিত্তি সুসংহত করার পাশাপাশি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসংযোগ বাড়ানোর ওপর জোর দিচ্ছে। কল্যাণমূলক প্রকল্প, সাংস্কৃতিক অবস্থান এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের ভাবমূর্তিকে সামনে রেখেই দলটি প্রচার কৌশল সাজাচ্ছে।

এআইএডিএমকে-বিজেপি আসন ভাগাভাগি ৪ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত হবে: পালানিস্বামী

চেন্নাই, ২০ মার্চ: তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি ও এনডিএ-র অন্যান্য শরিকদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির সমঝোতা আগামী চার দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত হবে বলে জানালেন এআইএডিএমকে-র সাধারণ সম্পাদক এডাপ্পাডি কে. পালানিস্বামী। শুক্রবার তিনি বলেন, জোটের ভিতরে কোনও মতভেদ নেই এবং আলোচনা "মসৃণ ও নিখুঁতভাবে" এগোচ্ছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পালানিস্বামী বলেন, "আর চার দিনের মধ্যেই সব জানতে পারবেন। কোন কোন আসন শরিকদের দেওয়া হচ্ছে, তা চূড়ান্ত করে ঘোষণা করা হবে।"

তিনি স্পষ্ট করেন, আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে মূল মানদণ্ড হবে জয়ের সম্ভাবনা। পালানিস্বামীর কথায়, যে সব কেন্দ্রে শরিক দলগুলির জয়ের সম্ভাবনা বেশি, সেখানেই তাদের প্রাধান্য দেওয়া হবে।

একদিন আগেই নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন পালানিস্বামী। সেই বৈঠককে তিনি সৌহার্দ্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, তামিলনাড়ুর বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আসন্ন নির্বাচনের কৌশল নিয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

আলোচনার গতি আরও বাড়াতে বিজেপির তামিলনাড়ু-প্রভারি পীযূষ গয়াল শনিবার রাজ্যে আসছেন বলেও জানান এআইএডিএমকে নেতা। তাঁর আশা, সেই বৈঠকের পরই আসন সমঝোতা চূড়ান্ত রূপ পাবে।

অভিনেতা বিজয়ের দল তামিঝাগা ভেট্রি কাঝগম (টিভিকে)-র সঙ্গে সম্ভাব্য জোট নিয়ে জল্পনাও উড়িয়ে দেন পালানিস্বামী। তিনি বলেন, এআইএডিএমকে-র পক্ষ থেকে টিভিকে-র সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি এবং এ ধরনের খবরের কোনও ভিত্তি নেই।

একই সঙ্গে তিনি জানান, এই মুহূর্তে এনডিএ-তে নতুন কোনও দল যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তাঁর কথায়, জোটের কাঠামো ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে।

অন্যদিকে, অভিনেত্রী নয়নতারা সম্পর্কে এআইএডিএমকে-র রাজ্যসভা সাংসদ সি. ভে. শণ্মুগমের মন্তব্য ঘিরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, সে প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন পালানিস্বামী। তিনি বলেন, সাংসদ নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়েছেন, ফলে বিষয়টি নিয়ে আর আলোচনা টেনে নেওয়া ঠিক হবে না।

পালানিস্বামীর মন্তব্যে স্পষ্ট, তামিলনাড়ু নির্বাচনের আগে এনডিএ জোটের আসন সমঝোতা দ্রুত শেষ করে প্রচারে নামতেই চাইছে এআইএডিএমকে নেতৃত্ব।

কেরল বিধানসভা ভোটের আগে রাহুলের বার্তা: 'টিম ইউডিএফই টিম কেরলাম'

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ: কেরল বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, তখন কংগ্রেস নেতা ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী শুক্রবার ইউডিএফকে "মানুষের কণ্ঠস্বর, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন" বলে তুলে ধরলেন। তাঁর কথায়, "টিম ইউডিএফই টিম কেরলাম।"

আগামী ৯ এপ্রিল ১৪০ সদস্যের কেরল বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হবে। তার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বার্তায় রাহুল গান্ধী কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের (ইউডিএফ) ঐক্য, অভিজ্ঞতা এবং জনমুখী ভাবমূর্তি সামনে আনার চেষ্টা করেন।

রাহুল লেখেন, "প্রতিটি প্রার্থী কেরলামের মানুষের কণ্ঠস্বর, আশা এবং বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করেন। এটি অভিজ্ঞ নেতা ও তরুণ পরিবর্তনসাধকদের একটি শক্তিশালী দল, যারা নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্রগুলির বাস্তবতা গভীরভাবে বোঝেন।"

কেরলের সঙ্গে নিজের আবেগঘন সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, "আমার কাছে কেরলামই ঘর, আর কেরলামের মানুষ আমার পরিবার। মানুষের ভালোবাসা, উষ্ণতা ও শিক্ষার কাছে আমি ঋণী। আমি সবসময় আপনাদের সঙ্গী হয়ে থাকব।"

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ওয়ানাড় লোকসভা আসন থেকে ঐতিহাসিক জয়ের মাধ্যমে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কেরলের রাজনৈতিক যোগাযোগ আরও গভীর হয়। ২০২৪ সালেও তিনি ওই আসনে জয়ী হলেও পরে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্তে উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলি আসনটি ধরে রাখেন।

রাহুলের এই বার্তা এমন এক সময়ে এল, যখন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ, সিপিএম নেতৃত্বাধীন এলডিএফ এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ তিনটি প্রধান জোটই শেষ মুহূর্তের প্রচারে ব্যস্ত। ভোটারদের সমর্থন নিজেদের দিকে টানতে সব পক্ষই এখন সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে।

নিজের বার্তায় রাহুল ইউডিএফের পক্ষে পরিবর্তনের সওয়ালও জোরালো করেন। তিনি বলেন, "কেরলামের বার্তা স্পষ্ট। মানুষ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত। তারা এমন একটি সরকার চায়, যে সরকার মানুষের কথা শুনবে, বুঝবে এবং সততার সঙ্গে কাজ করবে।"

একই সঙ্গে আগামী দিনের উন্নয়ন নিয়েও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। রাহুলের বক্তব্য, "আসন্ন ইউডিএফ সরকারের সঙ্গে মিলেই এই সুন্দর রাজ্যের আরও ভালো ভবিষ্যৎ গড়তে আমি সর্বতোভাবে কাজ করব।"

রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আবহে রাহুল গান্ধীর এই বার্তা কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করার পাশাপাশি ইউডিএফের ঐক্য, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং জনমুখী শাসনের বার্তাকেও আরও জোরালো করল বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত।

পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ও ইন্দো-প্যাসিফিক পরিস্থিতি নিয়ে ফোনে কথা জয়শঙ্কর-ওয়ং

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাত এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শুক্রবার ফোনে কথা বললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী পেনি ওয়ং। জয়শঙ্কর নিজেই এক্স-এ জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে এই আলোচনায় বর্তমান আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় হয়েছে।

ফোনালাপের পর জয়শঙ্কর এক্স-এ লেখেন, তিনি তাঁর অস্ট্রেলীয় সমকক্ষ পেনি ওয়ং-এর সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট। তাঁর কথায়, পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাত নিয়ে উভয়পক্ষ নিজেদের মূল্যায়ন ভাগ করে নিয়েছে এবং পাশাপাশি ইন্দো-প্যাসিফিক সম্পর্কিত বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

এই আলোচনা এমন এক সময়ে হল, যখন পশ্চিম এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ বাড়ছে। গত কয়েক দিনে জয়শঙ্কর ইজরায়েল-সহ একাধিক দেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বলে বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবারও তিনি ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রী গিদিয়ন সার-এর সঙ্গে ফোনে কথা বলে চলমান সংঘাত ও তার বহুমুখী প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। এর আগে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী রীম আল হাশিমির সঙ্গেও জয়শঙ্কর বৈঠক করেন। সেখানে পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং ওই অঞ্চলে ভারতীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানানো হয়েছে।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই ফোনালাপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। গত নভেম্বরে পেনি ওয়ং ভারতের সফরে এসে ১৬তম অস্ট্রেলিয়া-ইন্ডিয়া ফরেন মিনিস্টার্স' ফ্রেমওয়ার্ক ডায়ালগে অংশ নিয়েছিলেন এবং দুই দেশই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেছিল।

কূটনৈতিক মহলের মতে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের পাশাপাশি ইন্দো-প্যাসিফিক প্রশ্নে নয়াদিল্লি ও ক্যানবেরার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বিধানসভা ভোটে ১০ দফা প্রতিশ্রুতি ইস্তেহার প্রকাশ তৃণমূলের

কলকাতা, ২০ মার্চ: আসন্ন দু'দফার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য শুক্রবার ১০ দফা প্রতিশ্রুতি সম্বলিত নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস। নারী, যুব, কৃষি, আবাসন, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিকাঠামো একাধিক ক্ষেত্রকে সামনে রেখে এই ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়েছে।

ইস্তেহারে প্রথমেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে। তৃণমূল ক্ষমতায় ফিরলে সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের মাসিক অনুদান ১,৫০০ টাকা এবং সংরক্ষিত শ্রেণির মহিলাদের জন্য ১,৭০০ টাকা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

যুবকদের জন্য 'বাংলার যুব-সাথী' প্রকল্পে মাসিক ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি যুবকদের চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত এই সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে ইস্তেহারে।

আবাসন ক্ষেত্রেও বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শাসকদল। ইস্তেহারে বলা হয়েছে, তৃণমূল ফের ক্ষমতায় এলে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারকে পাকা ও স্থায়ী বাড়ি দেওয়া হবে। কৃষিক্ষেত্রে ৩০,০০০ কোটি টাকার বর্ধিত কৃষি বাজেটের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি কৃষিনির্ভর পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা এবং ভূমিহীন কৃষকদের জন্য বিশেষ প্যাকেজের কথাও বলা হয়েছে।

প্রশাসনিক পুনর্গঠনের দিকেও জোর দিয়েছে তৃণমূল। ইস্তেহারে বলা হয়েছে, রাজ্যে সাতটি নতুন জেলা গঠন করা হবে এবং নাগরিক পরিষেবা উন্নত করতে শহুরে স্থানীয় সংস্থার সংখ্যাও বাড়ানো হবে।

প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ইস্তেহারে নিরবচ্ছিন্ন পেনশন চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যাঁরা এখনও এই সুবিধার বাইরে রয়েছেন, তাঁদেরও পেনশন প্রকল্পের আওতায় আনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

পানীয় জলের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি, রাজ্যের প্রতিটি ঘরে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে, যাতে মানুষের দূর থেকে জল আনতে না হয়।

বাণিজ্য ও পরিকাঠামো উন্নয়নে তৃণমূলের লক্ষ্য, সমগ্র পূর্ব ভারতের বাণিজ্য প্রবেশদ্বার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকে গড়ে তোলা। এজন্য বন্দর, রাস্তা এবং অত্যাধুনিক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-সহ লজিস্টিক পরিকাঠামো উন্নত করার কথা বলা হয়েছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্লক ও শহরস্তরে মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের অঙ্গীকার করা হয়েছে ইস্তেহারে।

ইস্তেহার প্রকাশের পরে শুক্রবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে রাজ্যে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে।

সেই সঙ্গে ভোটের পরে রাজ্যের বহু মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া এবং দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি নিজের জন্য চিন্তিত নই। আমি চিন্তিত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা পাবে কি না, তা নিয়ে। বিজেপি ও কেন্দ্রের শাসকদলের এই কর্তৃত্ববাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে তাই আমি লড়ছি। সেই কারণেই আমি নির্বাচন কমিশনকে এত চিঠি লিখছি। আমি সবকিছু নথিভুক্ত রাখতে চাই।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে তৃণমূলের এই ১০ দফা ইস্তেহার সরাসরি জনকল্যাণমূলক প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে ভোটারদের আস্থা ধরে রাখার কৌশল।

ইসি-র নিরপেক্ষতা নিয়ে মমতার প্রশ্নে সরব বিজেপি-জেডিইউ, পাল্টা সমর্থনে সমাজবাদী পার্টি

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ: নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন তোলাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপি ও জনতা দল (ইউনাইটেড) নেতৃত্ব মমতার সমালোচনায় সরব হয়েছে। অন্যদিকে, সমাজবাদী পার্টির এক সাংসদ মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানকে সমর্থন করেছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ অভিযোগ করেন, এপ্রিলে নির্ধারিত বিধানসভা নির্বাচনের আগেই নির্বাচন কমিশন "সংক্ষিপ্ত ও ইচ্ছামতো" পদ্ধতিতে ৫০ জনেরও বেশি জ্যেষ্ঠ আধিকারিককে সরিয়ে দিয়েছে। তাঁর দাবি, এই পদক্ষেপ প্রশাসনিক নয়, বরং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপেরই উদাহরণ।

এ নিয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এভাবে মতামত দেওয়া বা সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই। গত ১৫ বছরে তিনি কীভাবে সরকার চালিয়েছেন এবং রাজ্যের আধিকারিকদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন, তা সকলেরই জানা। এখন তাঁর হাতে কিছু নেই বলেই চিঠি লিখে লাভ হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

নির্বাচন কমিশনের উপর আস্থা রেখে দিলীপ ঘোষ বলেন, বিহারে কমিশন সফলভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেছে, পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন হবে এবং পরিবর্তন আসবে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশ ও দুষ্কৃতীদের ব্যবহার করে মানুষকে ভয় দেখানো এবং টাকা বিলির মাধ্যমে ভোট জেতার কৌশল নিয়েছিল। কিন্তু আধিকারিকদের বদলির ফলে সেই পরিকল্পনা ব্যাহত হয়েছে।

অন্যদিকে, জেডিইউ মুখপাত্র রাজীব রঞ্জন প্রসাদ বলেন, ভোটের আগে এ ধরনের বদলি নির্বাচন কমিশনের নিয়মিত প্রক্রিয়ারই অংশ। তাঁর দাবি, জনসমর্থন কমে যাওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর ক্ষমতায় ফিরতে পারবেন না বুঝেই মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতে কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন।

ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) প্রসঙ্গেও জেডিইউ নেতা নীরজ কুমার মুখ খোলেন। তিনি বলেন, বিহারেও এসআইআর হয়েছে। মৃত ব্যক্তি, অ-নাগরিক বা একই ব্যক্তির নাম একাধিকবার ভোটার তালিকায় থাকা উচিত কি না, সেই প্রশ্নই এখন মূল বিষয়। পাশাপাশি, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চান, তাঁর দলের বুথ লেভেল এজেন্টরা সব বুথে রয়েছে কি না। থাকলে তাদের নাম ও মোবাইল নম্বর প্রকাশ করা হোক।

তবে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ রাজীব কুমার রায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার করে গণতন্ত্রে "অকল্পনীয় অপহরণ" চালানো হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স পোস্টে দাবি করেন, নির্বাচন ঘোষণার আগেই মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজিপি, এডিজি, আইজি, ডিআইজি, জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার-সহ ৫০ জনের বেশি শীর্ষ আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা নজিরবিহীন এবং উদ্বেগজনক। তাঁর অভিযোগ, নিরপেক্ষ থাকার কথা যেসব প্রতিষ্ঠানের, সেগুলিকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করা হচ্ছে, যা সংবিধানের উপর সরাসরি আঘাত।

তিনি আরও দাবি করেন, ত্রুটিপূর্ণ এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন ইতিমধ্যেই ২০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা পক্ষপাতদুষ্ট ও রাজনৈতিক স্বার্থে পরিচালিত বলে মনে হচ্ছে, যা বাংলার মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

• কাজের সন্ধান •

কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে ৯১১ চাকরি ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। বহিঃরাজ্যে লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯১১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, নির্দিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — বহিঃরাজ্যে বিশেষ করে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ২৫-০৩-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৩৫-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। তবে পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির নম্বর এফ.১(৪৪১)/ পিএন্ডপি/ ডিএসএসএসবি/ ২০২৫/ এডিভিটি./ ৪৫৯৩। তারিখ ২০-০২-২০২৬।

দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২৫ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৫ মার্চ। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। পরীক্ষা বা ইন্টারভিউতে ডাক পেলে ওই প্রিন্ট আউট এবং সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রার্থিবাছাই হবে প্রাথমিক লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ, ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা হবে ২০০ নম্বরের। এমসিকিউ প্যাটার্ণের প্রশ্ন থাকবে ২০০টি। সময় পাবেন ২ ঘন্টা। পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং প্রাথমিক বাছাই করেই পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শূন্যপদগুলি হল ঃ — ক্রমিক নং ১ থেকে ৪, পোস্ট কোড ৮০১/২৬ঃ পদের নাম লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, পে লেভেল ৬ এবং ৭। মোট শূন্যপদ ১০টি। এর মধ্যে ৬টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ওবিসি-র জন্য ২টি, এসসি-র জন্য ১টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত। বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ বছর এবং অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। মূল মাইনে প্রতি মাসে ৩৫,৪০০ - ১,১২,৪০০ টাকা (পে লেভেল ৬) এবং ৪৪,৯০০ - ১,৪২,৪০০ টাকা (পে লেভেল ৭)। গ্রুপ-বি। ক্রমিক নং ১ ও ২, পোস্ট কোড ৮০২/২৬ঃ পদের নাম অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), পে লেভেল ৭। মোট শূন্যপদ ৩৩টি। এর মধ্যে ১৪টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ওবিসি-র জন্য ১০টি, এসসি-র জন্য ২টি, এসটি-র জন্য ২টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৫টি পদ সংরক্ষিত। বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ বছর এবং অনূর্ধ্ব ৩২ বছর। মূল মাইনে প্রতি মাসে ৪৪,৯০০ - ১,৪২,৪০০ টাকা (পে লেভেল ৭)। গ্রুপ-বি। ক্রমিক নং ১ ও ২, পোস্ট কোড ৮০৩/২৬ঃ পদের নাম জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), পে লেভেল ৬। মোট শূন্যপদ ২৮১টি। এর মধ্যে ১৩০টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ওবিসি-র জন্য ৬০টি, এসসি-র জন্য ৩৯টি, এসটি-র জন্য ১৪টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৩৮টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৮টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। বয়স ১৮-৩২ বছর। মূল মাইনে প্রতি মাসে ৩৫,৪০০ - ১,১২,৪০০ টাকা (পে লেভেল ৬)। গ্রুপ-সি। ক্রমিক নং ১ থেকে ৩, পোস্ট কোড ৮০৪/২৬ঃ পদের নাম অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার, পে লেভেল ৭। মোট শূন্যপদ ৫৮৭টি। এর মধ্যে ২১৫টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ওবিসি-র জন্য ১৪৮টি, এসসি-র জন্য ৯৮টি, এসটি-র জন্য ৪৩টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৮৩টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৪টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। বয়স ২১-৩০ বছর। মূল মাইনে প্রতি মাসে ৪৪,৯০০ - ১,৪২,৪০০ টাকা (পে লেভেল ৭)। গ্রুপ-বি। প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মপ্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কর্পোরেট সেক্টরে বিশেষ করে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কার পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মার্চ, প্রাথমিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

বিস্তারিত খবর হলো — মহারত্ন, মিনিরত্ন ইত্যাদি কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে ওয়ার্কার পদে চাকরির জন্য এধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রায়শই প্রকাশিত হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে বিশেষ করে ওয়ার্কার পদে ৪০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কার পদে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা, মাধ্যমিক পাশ করেছেন অথবা মাধ্যমিক পাশের পর আইটিআই থেকে নির্দিষ্ট কোনও ট্রেডে কোর্স করেছেন, তাঁরাই আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি তাঁদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন এবং বিষয় ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'ক্যারিয়ার' ট্যাব লিঙ্কে। কোনও রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট কোনও কোটা নেই, তবে শূন্যপদের ক্যাটেগরি ও বিষয় ভিত্তিক বিস্তারিত বিভাজন ও বিন্যাস দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। তবে মোট শূন্যপদ ৪০০টি। এর মধ্যে ১৭৬টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ওবিসি-র জন্য ১০৮টি, এসসি-র জন্য ৪০টি, এসটি-র জন্য ৩৬টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৪০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৪০টি পদ রয়েছে এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি নম্বর - জিএ/ হায়ার/ ১৫২/ ০৫/ ২০২৬। তারিখ ১৩-০৩-২০২৬। দরখাস্ত করবেন ডাকযোগে, নির্দিষ্ট ঠিকানায়, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে। তবে দরখাস্ত ডাউনলোড করে প্রিন্টআউট করে নেবেন, এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। এমনভাবে পাঠাতে হবে যেন তা পৌঁছায় ২৮ মার্চের মধ্যে। অর্থাৎ দরখাস্ত পৌছুনোর শেষ তারিখ ২৮ মার্চ। প্রয়োজনে দরখাস্তের প্রিন্ট আউট বের করে ফর্ম ফিলাপ ও ডাকযোগে পাঠানোর পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। নিয়োগের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও জেরক্স করে জুড়ে দিতে হবে ওয়েবসাইটে বলা অন্যান্য শর্ত বুঝে। অফলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে ইন্টারভিউ বা স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ বা বাছাইয়ের পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

শূন্যপদগুলো হলো ঃ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে বিল্ডিং ওয়ার্কার মোট শূন্যপদ ঃ ৪০০টি। এর মধ্যে ১৭৬টি পদ অসংরক্ষিত। এছাড়া, ওবিসি-র জন্য ১০৮টি, এসসি-র জন্য ৪০টি, এসটি-র জন্য ৩৬টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৪০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৪০টি পদ রয়েছে এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। বয়স হতে হবে ২৮-০৩-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে অবশ্যই বয়সের ছাড় পাবেন সরকারি নিয়ম অনুসারে। যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, সংশ্লিষ্ট টেড্রে আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। এছাড়া, আরও বিস্তারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা, বেতনক্রম বিস্তারিত দেখার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে নজর দিতে হবে। ফর্ম ফিলাপ করবেন বড় হাতের অক্ষরে। সম্প্রতি তোলা রঙিন ছবির পেছনে প্রার্থীর স্বাক্ষর করতে হবে। দরখাস্ত পাঠাবেন এই ঠিকানায়ঃ দ্য চীফ জেনারেল ম্যানেজার, অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি ভান্দারা, ডিস্ট্রিক্ট ভান্দারা, মহারাষ্ট্র, পিন - ৪৪১৯০৬। মূল মাইনের সঙ্গে সেন্ট্রাল ডিএ প্রদান করা হবে। হাউজ রেন্ট ভাতা সহ অন্যান্য ভাতাও পেয়ে যাবেন। ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রাথমিক বাছাইকৃতদের স্কিল টেস্টের জন্য ই-মেইলে ডাকা হবে। ট্রেড টেস্ট নেওয়া হবে ১০০ নম্বরের। নিয়োগ হবে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ভারতীয় রেল)**
শূন্যপদ ঃ ৫,৩৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ইন কম্পিউটার সায়েন্স পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষাকেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে,
নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার (পাওয়ার কর্পোরেশন)**
শূন্যপদ ঃ ৭৩১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার (বহিঃরাজ্যে)**
শূন্যপদ ঃ ৯১১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, নির্দিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ,
নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ
বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **রিসোর্স পার্সন, ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি ক্যাজুয়েল এসাইনি (ডিডিকে, আগরতলা)**
শূন্যপদ ঃ ১০-৩০টি (নির্দিষ্ট ঘোষণা পরে হবে),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, তবে নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
স্পিড পোস্টে বা, ই-মেইলে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২৫ মার্চ,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্টের কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (আইওসিএল)**
শূন্যপদ ঃ ৪০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ মার্চ,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ওয়ার্কার (অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ৪০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২৮ মার্চ,
প্রাথমিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **একাউন্টস অফিসার, প্রাইভেট সেক্রেটারি (ডিআরডিও),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মার্চ,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ১১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **হোম গার্ড ভলান্টিয়ার (বহিঃরাজ্যে),**
শূন্যপদ ঃ ৭০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ,
শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, র‍্যালীর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (বিএসএনএল)**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কম্বাইন্ড মেডিক্যাল সার্ভিস (কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ১৩৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ,
লিখিত পরীক্ষা ২ আগস্ট, আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **বিজন্যাস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

বিএসএনএল-এ ১২০ এক্সিকিউটিভ শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বিএসএনএল-এ এক্সিকিউটিভ নিয়োগ সংক্রান্ত অনলাইনে আবেদনের সময় সীমা বাড়ানো হয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের সুবিধার্থে বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে প্রকাশ করা হলো। ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড বা বিএসএনএল-এ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়ার শেষ তারিখ ২৪ দিন বাড়ানো হয়েছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বাছাইকৃতদের পরবর্তী সময়ে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। এযাত্রায় ১২০ জন লোক নিয়োগ করা হবে জেনারেল, ওবিসি, এসসি, এসটি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের থেকে। বি.ই., বি.টেক., এম.বি.এ., এম.টেক. পাশদের জন্য বিএসএনএল-এ চাকরির দারুন সুযোগ রয়েছে। অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরি হবে। পদের নাম সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (টেলিকম এন্ড ফিনান্স)। চাকরি হবে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেডের বিভিন্ন সার্কেল বা রাজ্যে। তবে এই চাকরি বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে জেনারেল, ওবিসি, এসসি, এসটি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণী সকল প্রার্থীদের জন্য। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - বিএসএনএল কো-১১/ ১২(১১)/ ১/২০২৫- রিক্রুট-কো-পার্ট(ওয়ান) তারিখ - ২৯ জানুয়ারি, ২০২৬।

শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃ পদের নাম ঃ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (ডিআর)- টেলিকম স্ট্রীম ঃ শূন্যপদ ৯৫টি। এর মধ্যে ৪০টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, এসসি'র জন্য ১৪টি, এসটি'র জন্য ৭টি এবং ওবিসি'র জন্য ২৫টি এবং ইডব্লিওএস-এর জন্য ৯টি পদ সংরক্ষিত। মোট শূন্যপদ ৯৫-এর মধ্যে আবার ৪টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম ঃ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (ডিআর)- ফিনান্স স্ট্রীম ঃ শূন্যপদ ২৫টি। এর মধ্যে ১১টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, এসসি'র জন্য ৪টি, এসটি'র জন্য ২টি এবং ওবিসি'র জন্য ৬টি এবং ইডব্লিওএস-এর জন্য ২টি পদ সংরক্ষিত। মোট শূন্যপদ ২৫-এর মধ্যে আবার ১টি পদ শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.ই. (ব্যাচেলর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং)/ বি.টেক. (ব্যাচেলর অফ টেকনোলজি) অথবা টেলিকমিউনিকেশনস্, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার/ আই.টি. এন্ড ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে সমতূল্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি পাশ হলেও আবেদন করতে পারেন। তবে প্রথম ডিভিশনে পাশ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। এস.সি./ এস.টি. প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ নম্বর কম পেলেও আবেদনের যোগ্য। ফিনান্স পদের ক্ষেত্রে সিএ বা সিএমএ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বয়স ঃ ০৭-০৩-২০২৬ তারিখের হিসেবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বয়সের উর্ধ্বসীমার ক্ষেত্রে এসসি/এসটি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছর ছাড় পাবেন। মূল মাইনে - আইডিএ পে স্কেল (ই-৩) অনুযায়ী ২৪,৯০০ - ৫০,৫০০ টাকার ভিত্তিতে। এছাড়া, অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে। অনলাইনে অর্থাৎ কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ একবার ঘোষণা করা হলেও এখন তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে তা কল লেটারে জানানো হবে। প্রশ্নপত্র করা হবে অবজেক্টিভ টাইপের (মাল্টিপল চয়েজ প্রশ্ন)। তিনটি বিভাগে ১৫০ করে মোট ৪৫০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় থাকবে তিন ঘন্টা। দেশ জুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। তবে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রার্থীদের জন্য কাছাকছি পরীক্ষা কেন্দ্র হবে শিলং। অন্যান্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে চাইলে আগে থেকে তা ফর্ম ফিলাপের সময় জানাতে হবে। দরখাস্ত করতে হবে কেবল অনলাইনে বিএসএনএল-এর ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তার আগে নিজের একটি স্থায়ী বৈধ ইমেল আইডি ছাড়াও তৈরী রাখতে হবে নিজের পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটোর ও স্বাক্ষরের স্ক্যান করা ইমেজ। কিভাবে করবেন তাও বিশদ নির্দেশ সহ বিস্তারিত জানতে পারবেন এঁদের সাইটে। দরখাস্তে সেই স্বাক্ষর ও ছবি আপলোড করতে হবে। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি অনলাইনে অর্থাৎ মাস্টার কার্ড, ভিসা কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে মেটানো হয়ে গেলে অবশ্যই ই-রিসিপ্টের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, সেটি পরীক্ষার হলে দাখিল করতে হবে। প্রয়োজনে জিএসটি পেমেন্ট রিসিপ্ট ও প্রিন্ট করিয়ে নেবেন, পরে কাজে লাগবে। সমস্ত রসিদই পরীক্ষার হলে দাখিল করতে হবে, ফলে এসবেরই একটা করে বাড়তি জেরক্স নিজের কাছে রেখে দেওয়া ভালো। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অন্য কোনও উপায়ে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার কোনও পদ্ধতি নেই। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে সাইটে গিয়ে 'রিক্রুটমেন্ট' লিঙ্কে ক্লিক করবেন। খুবই সাবধানে ফর্ম পূরণ করবেন, কোনও রকম ভুল হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।
* ভারতীয় রেলে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫,৩৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।
* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।
* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ইন কম্পিউটার সায়েন্স পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষাকেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, নির্দিষ্ট কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।
* পাওয়ার কর্পোরেশনে **অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৩১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * বহিঃরাজ্যে **লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯১১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, নির্দিষ্ট বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
* ডিডিকে, আগরতলায় **রিসোর্স পার্সন, ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি ক্যাজুয়েল এসাইনি** পদে নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট উপায়ে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০-৩০টি (নির্দিষ্ট ঘোষণা পরে হবে), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, তবে নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), স্পিড পোস্টে বা, ই-মেইলে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২৫ মার্চ, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্টের কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
* আইওসিএল-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ মার্চ, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
* অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে **ওয়ার্কার** পদে নিয়োগের জন্য ডাকযোগে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), ডাকযোগে দরখাস্ত পৌঁছুনোর শেষ তারিখ ২৮ মার্চ, প্রাথমিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
* ডিআরডিও-তে **একাউন্টস অফিসার, প্রাইভেট সেক্রেটারি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৮৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ মার্চ, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।
* স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
* বহিঃরাজ্যে **হোম গার্ড ভলান্টিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, র‍্যালীর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।
* বিএসএনএল-এ **সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।
* কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে **কম্বাইন্ড মেডিক্যাল সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ১৩৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, লিখিত পরীক্ষা ২ আগস্ট, আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * কর্পোরেট সেক্টরে **বিজন্যাস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ মার্চ, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

আগরতলা পুরনিগমের অধিকাংশ এলাকায় জল সরবরাহের জন্য উন্নতমানের ডি.আই পাইপ ব্যবহার করা হয়: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২০ মার্চ: আগরতলা পুরনিগমের অধিকাংশ এলাকায় জল সরবরাহের জন্য উন্নতমানের ডাকটাইল আয়রন (ডি.আই) পাইপ ব্যবহার করা হয়। মূল পাইপলাইনগুলি সবই ডাকটাইল আয়রন পাইপ। গলিপথগুলিতে আগে পি.ভি.সি. পাইপ ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে আরও উন্নত তথা হাইডেনসিটি পলিথাইলিন (এইচ.ডি.পি.ই.) পাইপ ব্যবহার করা হচ্ছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় আগরতলা পুরনিগম এলাকায় জল সরবরাহ সম্পর্কিত বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এতথ্য জানান। তিনি জানান, অনেক এলাকাতেই পুরোনো পাইপ পরিবর্তন করে নতুন পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে। এরমধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ পুরোনো পাইপ পরিবর্তন করা হয়েছে। আরও কিছু পাইপলাইন পরিবর্তন করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে আগরতলা পুরনিগম এলাকায় ১৩টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (এস.ডব্লিউ.টি.পি.) ও গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (জি.ডব্লিউ.টি.পি.)-এর মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ৩১টি মোডিফায়েড আয়রন রিম্যুভাল প্ল্যান্ট (এম.আই.আর.পি.) এবং ৬টি প্যাকেজড টাইট আয়রন রিম্যুভাল প্ল্যান্ট (পি.আইআর.পি.) ও ৭৭টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানীয়জল সরবরাহ করা হয়। তিনি বলেন, আগরতলা পুরনিগম এলাকায় যে পরিমাণ জল সরবরাহ করা হয় তার মধ্যে ২৫ শতাংশ সারফেস ওয়াটার এবং ৭৫ শতাংশ গ্রাউন্ড ওয়াটার। যে সমস্ত এলাকায় জলে আয়রনের পরিমাণ বেশি থাকে সেখানে দপ্তর জি.ডব্লিউ.টি.পি. এম.আই.আর.পি. পি.আই.আর.পি. তৈরি করে আয়রনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় এনে জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

মখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা পুরনিগম এলাকায় ১৪০৭৫২টি পরিবার রয়েছে। এরমধ্যে ৯০২৬১টি পরিবারের ৩৬১০৫০ জনকে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন ৭০ মিলিয়ন লিটার জল সরবরাহ করা হচ্ছে। যে সকল পরিবারকে জলের সংযোগ দেওয়া হয়নি তাদের মধ্যে অনেকেই রাস্তার পার্শবর্তী হাইড্রেন্ট থেকে জল সংগ্রহ করে। অনেকের বাড়িতে নিজস্ব সোর্স হিসেবে স্যালু টিউব ওয়েল। স্মল বোর টিউব ওয়েল রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জলের গুণগতমান পরীক্ষা করার জন্য প্রত্যেক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে জল পরীক্ষাগার আছে। প্রতিদিন সেখানে জলের গুণগতমান পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও প্রত্যেক ওয়ার্ডে স্বসহায়ক দলের সদস্যদের অমরুত মিত্র হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তারা দপ্তর থেকে দেওয়া ফিল্ড টেস্ট কিট (এফ.টি.কে.)-এর মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জলের গুণগতমান পরীক্ষা করে জল ব্যবহারকারী গ্রাহকদের জানিয়ে দেন।

গত বছর থেকে অমরুত মিত্রদের দিয়ে পুরনিগম এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে "আপনার জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করুন" কর্মসূচি করানো হয়েছে এবং বাড়িতে বাড়িতে লিফলেট দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই যাতে ৬ মাসে একবার বাড়ির ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করেন সেজন্য এই কর্মসূচিতে প্রচার চালানো হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মরিয়মনগর এবং সুভাষনগর এলাকায় দুটি এম.আই আর.পি. বসানোর কাজ এগিয়ে চলেছে। চলতি বছরের জুলাই মাসের মধ্যে এর কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি জানান, নেতাজি আদর্শ শিক্ষামন্দিরে ৫.৫ মিলিয়ন লিটার পার ডে (এম.এল.ডি.) ক্ষমতা সম্পন্ন জি.ডব্লিউ.টি.পি. বসানোর জন্য বরাত দেওয়া হয়েছে। এর কাজ শুরু হয়েছে এবং এই প্রকল্পটি ২০২৬-এর ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি জানান, গভীর নলকূপের সঙ্গে এম.আইআর.পি. যুক্ত করে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হলে আগরতলা পুরনিগমে যে সমস্ত এলাকায় পানীয়জলের সমস্যা রয়েছে তা অনেকটা কমে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

টিটিএএডিসি"র সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে পশ্চিম জেলায় কন্ট্রোল রুম চালু

আগরতলা, ১৯ মার্চ: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অধীন টিটিএএডিসি"র সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ে একটি কন্টোল রুম চালু করা হয়েছে। জেলাশাসক কার্যালয়ের প্রথম তলায় এই কন্টোল রুমটি ২৪অ৭ চালু থাকবে। এই কন্টোল রুমের টোল ফ্রি নম্বর হলো ১৯৫০/০৩৮১২৩২৫৫৫৮। কাজল দত্ত, ডিসি এই কন্টোল রুমের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ১৮ মার্চ, ২০২৬ তারিখ থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত এই কন্টোল রুমটি কার্যকর থাকবে। ডেপুটি ডিইও এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

গত তিনটি অর্থবছরে রাজ্যে ১২টি নতুন সি.এন.জি. স্টেশন চালু: শিল্পমন্ত্রী

আগরতলা, ২০ মার্চ: গত তিনটি অর্থবছরে টি.এন.জি.সি.এল. এবং এন.ই.জি.ডি.সি.এল. রাজ্যে ১২টি নতুন সি.এন.জি. স্টেশন চালু করেছে। চলতি অর্থবছরে টি.এন.জি.সি.এল. রাজ্যে অতিরিক্ত চারটি নতুন সি.এন.জি. স্টেশন খুমুলুঙ, বনদুয়ার, কাকড়াবন এবং হতাইকতর চম্পকনগরে চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এছাড়া এন.ই.জি.ডি.সি.এল. চারটি নতুন সি.এন.জি. ডি.বি.এস. স্টেশন চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এগুলি হবে খোয়াই জেলায় ২টি এবং সিপাহীজলা জেলায় ২টি। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৩৪ টি.সি.এন.জি. স্টেশন রয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৫টি, গোমতী জেলায় ৯টি, সিপাহীজলা জেলায় ৬টি এবং খোয়াই জেলায় ৪টি সি.এন.জি. স্টেশন চালু রয়েছে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা এই তথ্য জানিয়েছেন।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য পেশ করা বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা

আগরতলা, ২০ মার্চ: ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য বিধানসভায় পেশ করা প্রস্তাবিত বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা আজ শুরু হয়েছে। বিধানসভার দ্বিতীয়ার্ধে সাধারণ আলোচনার সূচনা করেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজের বিষয় তুলে ধরেন। তিনি রেগায় শ্রমদিবসের সংখ্যা বাড়ানো, শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ, কৃষকদের কৃষি বীমার অর্থ পাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্য সরকারকে আরও আন্তরিক প্রচেষ্টা নেওয়ার আহ্বান জানান। সাধারণ আলোচনায় আজ অংশ নেন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই।

রাতের আঁধারে বিদ্যালয়ে চুরি চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ মার্চ।। কৈলাসহরের গৌরনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত যুবরাজনগর পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত যুবরাজনগর কলোনী উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।জানা গেছে, গভীর রাতে বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষের তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর আলমারি ভেঙে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের আসবাবপত্রও ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ।ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল এবং দীর্ঘদিন ধরেই অব্যবস্থাপনা চলছিল, যার সুযোগ নিয়েই এই চুরির ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে ইরানি থানার সেকেন্ড অফিসার শ্রীকান্ত চক্রবর্তী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুপস্থিত থাকায় ঠিক কী কী সামগ্রী চুরি হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব এখনও জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

খোয়াই জেলায় ২৪৪ জন টিবি রোগীকে নিক্ষয় পোষণ যোজনায় সহায়তা প্রদান

আগরতলা, ২০ মার্চ। খোয়াই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে গত বছরের জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ২৪৪ জন টিবি রোগীকে নিক্ষয় পোষণ যোজনায় এক হাজার টাকা করে সহায়তা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী খোয়াই জেলায় গত বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ৩৫৬ জন রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে ২০৮ জন টিবি রোগীকে সাফল্যের সাথে সম্পূর্ণ চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করা হয়েছে। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত) জেলায় ১১,৪৫৭ জন রোগীর থুথু পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে ২৪২ জনের টিবি রোগ ধরা পড়েছে। জেলায় ১৪৮ জন টিবি রোগীর মধ্যে ফুড বাস্কেট প্রদান করা হয়েছে। খোয়াই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

টিটিএএডিসি"র সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে লংতরাইভ্যালি মহকুমায় প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২০ মার্চ: টিটিএএডিসি"র সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে গতকাল লংতরাইভ্যালি মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৫-ছামনু ৬-মনু-ছৈলেংটা এবং ৭-ঢেমছড়া-কচুছড়া ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কনস্টিটিউয়েন্সির এআরও এবং সেক্টর অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় মহকুমা শাসক সুব্রত দাস সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য এবং নির্বাচন সম্পর্কিত সমস্ত দায়িত্ব সময়মত পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও সভায় নির্বাচন প্রস্তুতি সংক্রান্ত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এরমধ্যে রয়েছে ভোট কেন্দ্রগুলিতে সড়ক যোগাযোগ, পানীয়জল ও স্যানিটেশন, নেটওয়ার্ক সংযোগ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি। নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন যথাযথ পরিকল্পনা এবং নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেক্টর অফিসারদের বুথ লেভেল অফিসারদের সহায়তায় নিজ নিজ সেক্টরের বিস্তারিত রোড ম্যাপ প্রস্তুত করার বিষয়েও সভায় নির্দেশ দেওয়া হয়। সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তথা ৭-ঢেমছড়া-কচুছড়া ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কনস্টিটিউয়েন্সির ইআরও মহেন্দ্র কাম্বে চাকমা, এসডিপিও প্রসেনজিৎ রায়, ছামনু ব্লকের বিডিও কুমারদীপ সরকার, মনু ব্লকের বিডিও বিজিত দেববর্মা, লংতরাইভ্যালি, আমবাসা, কমলপুর এবং কৈলাসহর মহকুমার এসডিএম অফিসের ডিসিএমগণ, পুলিশ আধিকারিকগণ প্রমুখ।

রেলপথ সম্প্রসারণের সার্ভের কাজ সম্পন্ন: রেলমন্ত্রী

আগরতলা, ২০ মার্চ: ধর্মনগর থেকে কৈলাসহর-কমলপুর-খোয়াই-মোহনপুর-আগরতলা-সোনামুড়া-বিলোনীয়া পর্যন্ত ১৭৮.৭২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে এনএফ রেলওয়ে মালিগাঁও রেলপথ সম্প্রসারণের সার্ভের কাজ সম্পন্ন করেছে। এই সার্ভে অনুযায়ী ১৭০ কিলোমিটার রেললাইন তৈরি করার জন্য মোট ৩৩৫৬.৫ কোটি টাকার ডিটেইল প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করা হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় এবং বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসের এক প্রশ্নের উত্তরে পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, এই ডিপিআরটি এনএফ রেলওয়ের পক্ষ থেকে রেলওয়ে বোর্ডের কাছে আর্থিক মঞ্জুরীর জন্য পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রকের রেলওয়ে বোর্ডের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলেছেন। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছেন। পরিবহণমন্ত্রী জানান, খুব তাড়াতাড়ি যাতে রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু করা যায় সেজন্য রাজ্য সরকারের প্রয়াস রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের যে সমস্ত এলাকা রেলওয়ের মানচিত্র থেকে বাদ রয়েছে সেগুলিকে কিভাবে মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ধর্মনগরে বাউন্ডারির কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট যুবক

ধর্মনগর, ২০ মার্চ : নিজ বাড়ির বাউন্ডারি মেরামতির কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত হলেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে ধর্মনগর পুর পরিষদের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের পদ্মপুর হরিচাঁদ রোডের নকুল নাথ সরণিতে।

আহত যুবকের নাম সৌরভ নাথ (৩৭)। জানা গেছে, গতকালের প্রবল বৃষ্টিতে তাঁর বাড়ির বাউন্ডারির একটি অংশ ভেঙে যায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেই ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতের কাজ করছিলেন তিনি। কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত জলের মটরের বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।ঘটনার পর বাড়ির লোকজন দ্রুত তৎপরতা দেখিয়ে বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ বন্ধ করে দেন। ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয় এবং অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান সৌরভ।পরবর্তীতে খবর পেয়ে ধর্মনগর দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁর কাকাতো ভাই দিলু চন্দ্রনাথ।

আরজি কর-কাণ্ডে নিহত তরুণীর মায়ের বিজেপি-প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছাকে 'স্বাগত' জানাল কংগ্রেস

রাঁচি, ২০ মার্চ: কলকাতার আরজি কর ধর্ষণ ও খুনকাণ্ডে নিহত তরুণীর মা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে লড়তে আগ্রহ প্রকাশ করায় তাকে 'স্বাগত পদক্ষেপ' বলে মন্তব্য করল কংগ্রেস। শুক্রবার কংগ্রেস নেতা রাকেশ সিংহ বলেন, বিচার পাওয়ার লক্ষ্যে যদি তিনি রাজনীতিতে আসতে চান, তবে তা উৎসাহিত করা উচিত।

আইএএনএস-কে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় রাকেশ সিংহ বলেন, "আমি মনে করি, এটি একটি স্বাগতযোগ্য পদক্ষেপ। যদি নিহত তরুণীর মা তাঁর মেয়ের মতো অন্য মেয়েদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভোটে লড়তে চান, তাহলে তা ইতিবাচক উদ্যোগ। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রশ্ন তোলা এবং জবাবদিহি দাবি করার একটি পথ হতে পারে।"

তিনি আরও বলেন, ওই তরুণীর মায়ের সক্রিয়ভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া উচিত এবং এ ধরনের অপরাধের শিকারদের ন্যায়বিচার আদায়ে কাজ করা উচিত। একইসঙ্গে, নারী নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রশ্নে ব্যবস্থার জবাবদিহি দাবি তোলারও আহ্বান জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার নিহত তরুণীর মা উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেখানেই তাঁদের পরিবারের বাস।

তিনি জানান, এর আগেও বিজেপির তরফে তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তখন তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। এখন তিনি মেয়ের জন্য ন্যায়বিচার এবং রাজ্যের সব মহিলার নিরাপত্তার দাবিতে রাজনৈতিক ময়দানে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তাঁর কথায়, "আগে বিজেপির পক্ষ থেকে আমাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তখন আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না। এখন আমি ভোটে লড়তে চাই, যাতে আমার মেয়ের বিচার হয় এবং সব মহিলার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁর মেয়ের মৃত্যুকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে।

অন্যদিকে, এ বিষয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সভাপতি সমীক ভট্টাচার্য। বিজেপির প্রথম প্রার্থী তালিকায় পানিহাটি কেন্দ্রের নাম না থাকায়, পরে এই আসন নিয়ে আলাদা ঘোষণা হতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, প্রার্থী করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিল্লিতে দলের পার্লামেন্টারি কমিটিই নেবে। তিনি জানান, ব্যক্তিগতভাবে নিহত তরুণীর মায়ের প্রতি তাঁর সহানুভূতি থাকলেও, দলীয় অনুমোদনের পরেই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক অবস্থান জানানো হবে।

আগরতলা রেল স্টেশনে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় সিরাপ সহ চারজন আটক

আগরতলা, ২০ মার্চ : আগরতলা রেল স্টেশনে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কফ সিরাপ সহ চারজনকে আটক করল রেল পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত প্রায় ৯টা নাগাদ আগরতলা রেল স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পার্কিং এলাকার সামনে সন্দেহভাজন চারজনকে ঘুরাঘুরি করতে দেখে আরপিএফ। তল্লাশি চালিয়ে তাদের ট্রলি ও পিঠব্যাগ থেকে মোট ২১৭ বোতল সন্দেহভাজন নেশাজাতীয় কফ সিরাপ করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত মাদকদ্রব্যের বাজারমূল্য আনুমানিক প্রায় ৭ লক্ষ টাকা হবে। আটক ব্যক্তিরা হলেন পঙ্কজ রায় (২৮), সোনু কুমার (২৭), এমডি শাহাজান মিয়া (২৬) এবং আব্দুল হান্নান (৩৬)। এদের মধ্যে দু'জন বিহারের বৈশালী জেলার বাসিন্দা এবং বাকি দু'জন সেপাহিজলা জেলার সোনামুড়া এলাকার বাসিন্দা। আগরতলা জিআরপিএস থানায় এনডিপিএস ধারায় একটি নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

টি.টি.এ.এ.ডি.সি.র সাধারণ নির্বাচন শান্তিরবাজারে যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ

আগরতলা, ২০ মার্চ: টি.টি.এ.এ.ডি.সি.র সাধারণ নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যানজট প্রতিরোধের লক্ষ্যে শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক কার্যালয়ের আশাপাশ এলাকায় যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহতি, ২০২৩ এর ১৬৩ ধারার অধীনে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এক আদেশনামায় শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক জানিয়েছেন, শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়টি নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন মনোনয়ন দাখিল, স্ক্রুটিনি এবং ভোটগ্রহণের সরঞ্জামগুলি সংরক্ষণ এবং বিতরণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে একটি উচ্চ নিরাপত্তা বলয় করা হচ্ছে। তাই নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও জরুরি পরিষেবাগুলির চলাচলে যাতে বাধা সৃষ্টি না হয় তাই এ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশনামায় শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ঠিক সামনের রাস্তার অংশটি সব ধরনের সরকারি ও বেসরকারি যানবাহনের চলাচলের জন্য বন্ধ করা হয়েছে। তবে নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি যানবাহন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যানবাহন এবং জরুরি পরিষেবায় নিয়োজিত যানবাহন (অ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার সার্ভিস) এবং রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বৈধ প্রবেশপত্র রয়েছে এমন যানবাহনগুলির ক্ষেত্রে এ আদেশ প্রযোজ্য হবে না। এই আদেশ আজ থেকে আগামী ১৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

SHORT PRESS NOTICE INVITING E-TENDER

P'NIeT No.:86/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26, Dt.19/03/2026

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage for the following works:

Sl No.	DNIeT No.	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1	110/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/ 2025-26	Upto 3.00 PM on 01/04/2026	At 4.00 PM on 01/04/2026

The bid forms and other details including online activities should be done in the e procurement portal https://tripuratenders.gov.in Thepress notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-4934/26

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B)
Mohanpur, West Tripura

দেশজুড়ে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নিরাপত্তা জোরদার, কেরালায় উদযাপন

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ: ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। রমজানের শেষ শুক্রবার 'আলবিদা জুমা'র নামাজে বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসল্লি অংশ নেন।এদিকে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দেশের অধিকাংশ স্থানে শাওয়ালের চাঁদ দেখা না যাওয়ায় ভারতজুড়ে শনিবার ঈদ উদযাপনের ঘোষণা দেন ধর্মীয় নেতারা। তবে কেরালায় শুক্রবারই ঈদুল ফিতর পালিত হয়েছে।

উত্তরাখণ্ড ও উত্তরপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে পুলিশ প্রশাসন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। হারদইয়ের পুলিশ সুপার অশোক কুমার মীনা জানান, ঈদুল ফিতর ও চলমান চৈত্র নবরাত্রি উপলক্ষে বিস্তৃত নিরাপত্তা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আলবিদা জুমার নামাজকে ঘিরে বিভিন্ন এলাকায় ফ্ল্যাগ মার্চ করা হচ্ছে এবং সব মসজিদের বাইরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জেলাকে সেক্টর ও জোনে ভাগ করে নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

দিল্লির উত্তম নগর এলাকাতেও কড়া নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। ঈদ উপলক্ষে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে দিল্লি হাই কোর্ট পুলিশ ও সিভিল প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর সেখানে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। গত ৪ মার্চ হোলি উদযাপনের সময় ২৬ বছর বয়সি তরুণ কুমারের খুনের ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

উত্তরপ্রদেশের মউ জেলায়ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ সুপার শ্রী এলামারান জি জানান, পূর্ণমাত্রায় টহল ও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। সাদা পোশাকে পুলিশকর্মী মোতায়েনের পাশাপাশি প্রাদেশিক সশস্ত্র কনস্ট্যাবুলারি বাহিনীকেও দায়িত্বে রাখা হয়েছে। উৎসবজুড়ে ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে তিনি জানান।

বিহারের স্পর্শকাতর ভাগলপুর জেলায় ঈদ, চৈতি ছট ও রামনবমী উপলক্ষে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী ও শান্তি কমিটিকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ প্রমোদ কুমার যাদব মক ড্রিল পরিচালনা করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নওয়াল কিশোর চৌধুরী জানান, মার্চ মাসে একাধিক উৎসব থাকায় এবং শহরের সংবেদনশীল পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে।

হায়দরাবাদের পুরনো শহর এলাকাতেও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। মক্কা মসজিদ ও চারমিনারের আশপাশে কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে, যাতে জুমাতুল-বিদা উপলক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে নামাজ অনুষ্ঠিত হতে পারে।

অন্যদিকে, কর্ণাটকের মঙ্গলুরুতে নামাজের পর বিধানসভার স্পিকার ইউ.টি. খাদার ফারিদ সবাইকে ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, প্রতিটি ধর্মীয় উৎসবের মূল বার্তা হল শান্তি, সংস্কৃতির ভাগাভাগি, ঐক্য এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ, দেশ ও বিশ্ব গঠন।

তামিলনাড়ুর মাদুরাই ও কোয়েম্বত্তুরেও বিপুল সংখ্যক মুসল্লি বিশেষ নামাজে অংশ নেন। এদিকে, কেরালায় শুক্রবার ঈদ উদযাপনের মধ্যেই ৯ এপ্রিলের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক তৎপরতাও চোখে পড়ে। সিপিআই(এম)-নেতৃত্বাধীন এলডিএফ, কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ এবং বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র প্রার্থীরা সকালে বিভিন্ন নামাজের স্থানে যান।

প্রশাসনের দাবি, উৎসবমুখর পরিবেশ বজায় রাখতে সর্বত্র নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং যেকোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিরাপত্তা বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।

তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব, শতাধিক আগর চারা নষ্ট

বিলোনিয়া, ২০ মার্চ : দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমাধীন রাজনগর এলাকার তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের অন্তর্গত এডিসি ভিলেজ এলাকায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকাজুড়ে। জানা গেছে, বনদপ্তরের উদ্যোগে প্রায় পাঁচ হেক্টর জমিতে আগর ও মেহগনি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছিল। কিন্তু গতকাল গভীর রাতে সমাজদ্রোহী দুষ্কৃতীরা প্রায় একশোরও বেশি আগর গাছের চারা কেটে নষ্ট করে দেয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

আজ সকালে তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের সহকারী বন্যপ্রাণী সংরক্ষক সুকান্ত সরকারের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলে পরিদর্শন চালানো হয়। পরিদর্শনেই চারা গাছ কেটে ধ্বংস করার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে সহকারী বন্যপ্রাণী সংরক্ষক সুকান্ত সরকার জানিয়েছেন, বনদপ্তরের জমি দখলকে কেন্দ্র করে যাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে, তাদের একাংশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে।

তিনি এলাকার সচেতন নাগরিকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের চিহ্নিত করে দ্রুত প্রশাসনকে জানানোর জন্য। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন কত দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ২০ মার্চ : তুলা শিখর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে বাদলা বাড়ী আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে এক বিশেষ আয়ুর্বেদিক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

শিবিরে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ডাঃ তাপস কুমার সরকার জানান, অসংক্রামক রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে মোট ২৬ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় মাইল্ড অ্যানিমিয়া আক্রান্ত ৪ জন, উচ্চ রক্তচাপের ৪ জন এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ২ জন রোগী চিহ্নিত হয়।

চিহ্নিত রোগীদের প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করা হয়েছে এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও মাসিক ঔষধ সংগ্রহের জন্য তুলা শিখর হাসপাতালে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও শিবিরে মোট ৩৯ জন রোগীকে পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করা হয়।এই উদ্যোগে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্বাস্থ্য শিবিরের প্রশংসা করে ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

রাজনৈতিক দলগুলিকে বিজ্ঞাপন প্রকাশের পূর্বে এমসিএমসি দ্বারা প্রি-সার্টিফিকেশন গ্রহণ করতে হবে প্রার্থীদের তাদের প্রকৃত সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্টের বিবরণ প্রদান করতে হবে

আগরতলা, ২০ মার্চ: ভারতের নির্বাচন কমিশন ১৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে আসাম, কেরালা, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা সাধারণ নির্বাচন এবং ৬টি রাজ্যে উপনির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করেছে।
ইসিআই নির্দেশ জারি করেছে যে, যে কোনও নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বা কোনও সংগঠন/সমিতি বা কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/ব্যক্তিকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে (যেমন টিভি, রেডিও, জনসমাগমস্থলে অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রদর্শন, ই-পেপার, বাল্ক এসএমএস/ভয়েস মেসেজ) প্রকাশের পূর্বে, সামাজিক মাধ্যমসহ সকল রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের প্রি-সার্টিফিকেশনের জন্য মিডিয়া সার্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটি (এম.সি.এম.সি.)-এর কাছে আবেদন করতে হবে।
ব্যক্তি বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা জেলা এমসিএমসি-র কাছে বিজ্ঞাপনের সার্টিফিকেশনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সদর দপ্তরে সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রাজ্য স্তরের এমসিএমসি-র কাছে এই ধরনের বিজ্ঞাপনের সার্টিফিকেশনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে। জেলা/রাজ্য এমসিএমসি-র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শোনার জন্য প্রধান নির্বাচন আধিকারিক (সি.ই.ও.)-এর নেতৃত্বে রাজ্য স্তরে একটি আপিল কমিটিও গঠন করা হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট এমসিএমসি-র প্রি-সার্টিফিকেশন ছাড়া কোনও রাজনৈতিক দল/প্রার্থী কোনও ইন্টারনেটভিত্তিক মাধ্যম/ওয়েবসাইট, সামাজিক মাধ্যমসহ, কোনও রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে পারবে না।
এমসিএমসি গণমাধ্যমে সন্দেহজনক পেইড নিউজ সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর কড়া নজরদারি রাখবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
এছাড়াও, মনোনয়ন দাখিলের সময় প্রার্থীদের তাদের প্রকৃত সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্টের বিবরণ হলফনামায় প্রদান করতে হবে।
জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা ৭৭(১) এবং সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলগুলিকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে (সামাজিক মাধ্যমসহ) প্রচারে ব্যয়িত খরচের বিবরণ বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ৭৫ দিনের মধ্যে ইসিআই-র কাছে জমা দিতে হবে।
উক্ত ব্যয়ের মধ্যে ইন্টারনেট সংস্থা ও ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য প্রদত্ত অর্থ, কনটেন্ট উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয় এবং সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্ট পরিচালনার জন্য ব্যয়িত পরিচালন খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এই প্রসঙ্গে, উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবং নির্বাচন চলাকালীন ভ্রান্ত তথ্য, বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ও ভুয়ো খবর সংক্রান্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, ১৯ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সকল নির্বাচনমুখী রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সি.ই.ও.), রাজ্য পুলিশ নোডাল আধিকারিক, রাজ্য আইটি নোডাল আধিকারিক এবং সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস নোটে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

উপনির্বাচন ঘিরে কড়া নিরাপত্তা

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে গোটা শহরজুড়ে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, পুলিশের এই ফ্ল্যাগ মার্চ সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা বাড়াবে এবং নির্বাচনী পরিবেশকে আরও স্বচ্ছ ও নিরাপদ করে তুলবে। প্রশাসন সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, ততই বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি ও টহলদারি বাড়ানো হবে, যাতে কোনোভাবেই শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত না হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৬৫৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শিলাবৃষ্টির তাণ্ডবে বিধ্বস্ত জনজীবন, দুর্যোগের সুযোগে টিনের দামে কালোবাজারি, ক্ষোভে ফুঁসছে ধর্মনগর

ধর্মনগর, ২০ মার্চ : উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমা সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় বুধবার গভীর রাতে নেমে আসে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রবল ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে তীব্র শিলাবৃষ্টির তাণ্ডবে মুহূর্তের মধ্যেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনজীবন। বিশাল আকারের শিলাবৃষ্টিতে অসংখ্য বাড়িঘরের টিনের ছাউনি ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। বহু পরিবার এক নিমিষে মাথার ওপরের একমাত্র আশ্রয় হারিয়ে পড়ে চরম অনিশ্চয়তায়। দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত কেউই রেহাই পায়নি প্রকৃতির এই নির্মম আঘাত থেকে।
তবে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাঝেই সামনে এসেছে আরও এক উদ্বেগজনক ও ক্ষোভের চিত্র। অভিযোগ উঠেছে, কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অসহায়তাকে পুঁজি করে টিনের দামে লাগামছাড়া বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এলাকার পরিচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বালাজি ট্রেডার্স ও আনন্দ ট্রেডার্স সহ কয়েকটি দোকানে হঠাৎ করেই প্রতি বান টিনের দামে ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে অভিযোগ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মাত্র কয়েকদিন আগেও যে টিন স্বাভাবিক দামে পাওয়া যাচ্ছিল, বর্তমানে সেই একই টিন কিনতে গিয়ে অতিরিক্ত অর্থ গুনতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই বৈধ রসিদ ছাড়াই সাদা কাগজে বিল দেওয়া হচ্ছে এবং অনলাইন লেনদেন এড়িয়ে শুধুমাত্র নগদ টাকায় বিক্রি চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এতে কর ফাঁকি ও নিয়ম লঙ্ঘনের আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না সচেতন মহল।
এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। অভিযোগ, এই প্রকাশ্য অনিয়মের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেয়নি মহকুমা প্রশাসন। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের দুর্ভোগ আরও বাড়ছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা জানান, একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বস্বান্ত হতে হচ্ছে, অন্যদিকে অসাধু ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত দামের চাপে পুনর্গঠনের সামান্য সুযোগটুকুও হারাতে বসেছেন তারা।
এই পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ, বাজারে কড়া নজরদারি এবং কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এই দুর্যোগ কেবল প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তা মানবিকতার চরম অবক্ষয়ের এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে উঠবে।

রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে এসপিও জওয়ানদের পরিবার, নিয়মিতকরণের দাবিতে এসপি'র দ্বারস্থ

আগরতলা, ২০ মার্চঃ বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে ঊনকোটি জেলায় এসপিও জওয়ানদের প্রায় ১০০টি পরিবারের সদস্যরা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন।
জানা গেছে, এদিন এসপিও জওয়ানদের পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে ১০ দফা দাবি তুলে ধরে জেলা পুলিশ সুপার সুধন্বিকা আর-এর মাধ্যমে রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশকের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয়। কর্মসূচিতে প্রায় ১০০ জন পরিবারের সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি সনদ জমা দেন।
প্রতিনিধিরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চিত কর্মপরিস্থিতির মধ্যে কাজ করে চলা এসপিও জওয়ানদের জন্য সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। তাদের মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে চাকরি নিয়মিতকরণ, ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম চালু করা, বিভিন্ন ভাতা (অ্যালাউন্স) প্রদান এবং বীমা সুবিধা নিশ্চিত করা।
এ প্রসঙ্গে প্রতিনিধি দলের সদস্য রেশমী দেববর্মা বলেন, এসপিওদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে অবিলম্বে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। ডেপুটেশন প্রদানকারী পরিবারগুলির আশা, প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেবে। শিক্ষার নামে ব্যবসা চালানোর জন্যই এই বিল আনা হয়েছে।
তিনি দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে ইউজিসি-র কোনো অনুমোদন নেই। তবুও সরকার তাদের কার্যক্রম চালানোর পথ সুগম করছে, যা সম্পূর্ণভাবে নিয়মবহির্ভূত এবং উদ্বেগজনক। তাঁর অভিযোগ, অর্থের লেনদেনের মাধ্যমে এই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। তিনি এই ইস্যুতে সরাসরি জনগণের কাছে বিচার চেয়ে বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এই ধরনের সিদ্ধান্ত রুখে দেওয়া জরুরি। তাঁর আরও অভিযোগ, সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে রাজ্যে শিক্ষার মান উন্নয়নের বদলে ব্যবসার সুযোগ করে দিচ্ছে। শিক্ষার গুণগত মান, পরিকাঠামো ও স্বীকৃতি এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কোনো স্পষ্ট রূপরেখা নেই বলেও তারা দাবি করেন।

বিরোধীতায় বিরোধীদের

● প্রথম পাতার পর

পটভূমি সম্পর্কে কিছুই স্পষ্ট নয়। তিনি আরও অভিযোগ করেন, গত কয়েক বছরে অনুমোদন পাওয়া একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে না আছে পর্যাপ্ত অবকাঠামো, না আছে শিক্ষক। তবুও তারা পিএইচডি পর্যন্ত কোর্স চালু করছে। এতে শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন। তিনি এই বিলগুলো সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবি জানান। অন্যদিকে, কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনও একই সুরে সমালোচনা করে বলেন, সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টটি মূলত একটি কনসালটেন্সি সংস্থার মতো কাজ করে। তিনি দাবি করেন, এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো ইউজিসি অনুমোদন বা বিশ্বাসযোগ্য র‍্যাঙ্কিং নেই। বিলগুলো অবিলম্বে প্রত্যাহার করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান তিনি।
জবাবে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন বলেন, ইউজিসির সমস্ত নির্দেশিকা মেনেই এই বিলগুলো আনা হয়েছে এবং মন্ত্রিসভা বিস্তারিত যাচাইয়ের পরই অনুমোদন দিয়েছে। তবে মন্ত্রীর আশ্বাসে সন্তুষ্ট না হয়ে বিরোধী সদস্যরা সভাকক্ষের ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান এবং শেষ পর্যন্ত ওয়াকআউট করেন।

৫টি বিল রাজ্য বিধানসভায়

● প্রথম পাতার পর

বাজপেয়ী স্কিল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা বিল ২০২৫ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং ১০ অব ২০২৫), ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা বিল ২০২৫ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অব ২০২৫)। এই চারটি বিল উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন সভায় উত্থাপন করেন এবং এগুলি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়। এছাড়া ত্রিপুরা টেনান্সি বিল ২০২৫, (দ্য ত্রিপুরা বিল নং ০৬ অব ২০২৬) সভায় গৃহীত হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সভায় বিলটি উত্থাপন করেন এবং এটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।

বৈশ্বিক জ্বালানি অঙ্গনে

● প্রথম পাতার পর

ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় গড়ে তুলছে।
এর আগে চলতি সপ্তাহে দেশীয় বিদ্যুৎ খাতে বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে উৎপাদন করুন, ভারতে বিনিয়োগ করুন, ভারতে উদ্ভাবন করুন এবং ভারতের সঙ্গে সম্প্রসারণ ঘটান।
জাতীয় রাজধানীতে আয়োজিত 'ভারত ইলেকট্রিসিটি সামিট ২০২৬'-এ কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎসচিব পঙ্কজ আগরওয়ালের মাধ্যমে পাঠানো এক লিখিত বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে ভারত তার জ্বালানি যাত্রার এক সংজ্ঞায়িত মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এই সম্মেলন দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমগ্র অংশীদারদের এক মঞ্চে এনে ভাবনার আদান-প্রদান, সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন ও মানুষের জীবনমানের অগ্রগতির জন্য একটি যৌথ পথরেখা তৈরিতে সহায়ক হবে।

সোনামুড়ায় নেশা কারবারি আটক, বিলোনিয়া থানায় হস্তান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২০ মার্চঃ নেশা কারবারের বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্য পেল সোনামুড়া থানার পুলিশ। বলেরডেফা এলাকা থেকে এক নেশাকারবারিকে আটক করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তির নাম মান্নান মিয়া (৩৬)। তার পিতার নাম মৃত জয়নাল আবদীন। তিনি সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থানার অন্তর্গত বলেরডেফা এলাকার বাসিন্দা।
জানা যায়, ২০১৬ সালের একটি মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলায় তার নাম উঠে এসেছিল। এরপর থেকেই তিনি দীর্ঘ প্রায় এক দশক ধরে বিলোনিয়া ও সোনামুড়া থানার এলাকা ছেড়ে আত্মগোপনে ছিলেন। আটকের পর সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাকে বিলোনিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। বিশেষ পুলিশ দল তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সোনামুড়া ও বিলোনিয়া এলাকার একাধিক ড্রাগ পেডলারের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় যাচাই প্রক্রিয়া চলছে। তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসায় আশা করা হচ্ছে, আগামী দিনে এই এলাকায় আরও বেশ কয়েকজন নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।
এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশ আরও তৎপর হয়েছে।

জাতীয় সড়কের পাশে বাইক-গাড়ি রাখা নিয়ে ক্ষোভ, টি এস আর বাহিনীর বিরুদ্ধে সরব গ্রামবাসী

বিশালগড়, ২০ মার্চ : জাতীয় সড়কের ধারে দিবারাত্র বাইক ও গাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়েছে বিশ্রামগঞ্জের লুনথাইছড়া পাথালিয়া ঘাট এলাকায়। অভিযোগের তীর রাজ্যের গর্ব বলে পরিচিত টি এস আর বাহিনীর ১১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের হেডকোয়ার্টারের দিকে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত এই হেডকোয়ার্টারের সামনে প্রতিদিনই বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের অফিসার ও কর্মীরা নিজেদের বাইক ও গাড়ি রেখে ডিউটিতে যান। শিফটভিত্তিক ডিউটি হওয়ায় সারাদিন ও সারারাত ধরে রাস্তার ধারে সারি সারি যানবাহন পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিকেলের দিকে দৃশ্যটি অনেকটা বাজার দিনের মতো হয়ে ওঠে বলে জানান স্থানীয়রা।
গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এইভাবে রাস্তার পাশে গাড়ি ফেলে রাখার ফলে চুরির আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে। অতীতে এই স্থান থেকেই বাহিনীর অন্তত দুটি বাইক চুরি হয়েছে বলে জানা গেছে। সেই ঘটনার পর পুলিশি তৎপরতায় গ্রামবাসীদের হয়রানির শিকার হতে হয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছে।
অন্যদিকে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন টি এস আর কর্মী জানান, তারাও এই পরিস্থিতিতে অসন্তুষ্ট। তাদের বক্তব্য, অফিস কমপ্লেক্সের ভেতরে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও বাইক ও গাড়ি ঢোকাতে দেওয়া হয় না। ফলে বাইরে রেখে ডিউটি করতে গিয়ে সবসময় চুরির ভয় কাজ করে।
স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, কিছু কর্মী বাধ্য হয়ে আশপাশের বাড়িতে গাড়ি রেখে ডিউটিতে যান। তবুও অধিকাংশ যানবাহন জাতীয় সড়কের পাশেই পড়ে থাকে, যা এলাকায় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলছে।
এ বিষয়ে হেডকোয়ার্টারের মূল ফটকে দায়িত্বে থাকা সেন্টি জানান, নির্দেশ অনুযায়ী বাইক ও গাড়ি ভেতরে নেওয়া যাবে না, বাইরে রাখতে হবে। তবে কেন এমন নির্দেশ, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে।
গ্রামবাসীরা সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে বাহিনীর শীর্ষ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হোক। তাদের আশঙ্কা, আবার যদি চুরির ঘটনা ঘটে, তাহলে অযথা গ্রামের সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে এবং সাধারণ মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হবে।
এদিকে, এলাকার এক জনপ্রতিনিধিও নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এখন নজর রয়েছে টি এস আর ১১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার দিকেই।

আমতলী বাইপাসে দুঃসাহসিক ছিনতাই, ৫১ লক্ষ টাকার রাবার লুটের অভিযোগ

আগরতলা, ২০ মার্চঃ রাজধানীর শহরতলী আমতলী বাইপাস এলাকায় দুঃসাহসিক ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রকাশ্যে প্রায় ৫১ লক্ষ টাকার রাবার বোঝাই একটি ট্রাক ছিনতাই হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।জানা গেছে, বাগমা এলাকার 'পাল রাবার এজেন্সি' থেকে রাবার শিট বোঝাই করে ট্রাক গত ১৪ মার্চ কেরালার 'রাজগিরি ট্রেডার্স'-এর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পথিমধ্যে বোধজংনগর থানার অন্তর্গত আমতলী বাইপাস এলাকায় ট্রাকটি আটক করে দুষ্কৃতীরা।অভিযোগ, ছিনতাইকারীরা ট্রাকসহ চালককে জোর করে থামিয়ে রাবার শিটগুলি আনলোড করে নিয়ে যায়। পরে চালককে ট্রাকসহ ছেড়ে দেয় তারা।

খোয়াই নদীর পাড়ে পড়ল

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে এবং দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এনডিপিএস মামলায়

● প্রথম পাতার পর

বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে আদালত কড়াকড়ি শর্তে জামিন মঞ্জুর করে। শর্তগুলির মধ্যে রয়েছে ১ লক্ষ টাকার বন্ড, আদালতের অনুমতি ছাড়া ত্রিপুরা ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা, প্রতি সপ্তাহে ট্রায়াল কোর্টে হাজিরা এবং সাক্ষীদের প্রভাবিত না করার নির্দেশ।
এছাড়াও আদালত রাজ্যের ডিজিপিকে নির্দেশ দেয়, সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ পদমর্যাদার নিচে নয় এমন একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে পুরো ঘটনার তদন্ত করতে এবং ইচ্ছাকৃত ত্রুটি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বাজেট

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় বাজেটে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিও অনেক লাভবান হবে। আগে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে কেউ তেমন চিন্তাভাবনা করে নি। আর এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে মানুষের আশা আকাঙ্খা অগ্রাধিকার পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর উপর অনেক ভরসা রয়েছে মানুষের। যে কারণে ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একইভাবে ২০২৩ সালে দ্বিতীয়বারের মতো সরকার গঠন করি আমরা। আমাদের সরকার সমস্ত কিছু স্বচ্ছতার মাধ্যমে করার চেষ্টা করছে। খুব সুন্দরভাবে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করছি আমরা। আগামীদিনে এর সুফল নিশ্চয় পাওয়া যাবে।
বাজেট নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুস্থায়ী উন্নয়ন ও বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলছি আমরা। প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের উপর জনগণের বিশ্বাস এসেছে। ত্রিপুরাতেও আমাদের সরকারের উপর মানুষের আস্থা চলে এসেছে। তাই এবারের বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই। এবারের বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার উন্নয়ন না হলে রাজ্যেরও উন্নয়ন হবে না। বাজেটে কোন প্রকার কর (ট্যাক্স) রাখা হয় নি। ২০২৬ - ২৭ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৪ হাজার ২১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। যা ২০২৫ - ২৬ অর্থ বছরের অনুমিত বাজেটের তুলনায় এবার ৫.৫২% বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ২,৪৪১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যা ২০২৫ - ২৬ অর্থ বছরের তুলনায় ২৫.২৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্র আমাদের সবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন হলে মানুষের বাইরে যাওয়ার প্রবণতাও কমবে। মানুষ সুস্থ থাকলে কাজও করতে পারবে। এতে সাধারণ মানুষ সহ সকলের জন্যও মঙ্গল হবে।
এর পাশাপাশি বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নিয়েও এদিন বিশদে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অর্থমন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায়ের পেশ করা এবারের বাজেটকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করেন তিনি।

ঊনকোটি জেলায় পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজি''র সরবরাহ বর্তমানে স্বাভাবিক ও নিয়মিত রয়েছে

আগরতলা, ২০ মার্চ: ঊনকোটি জেলায় পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজি''র সরবরাহ বর্তমানে স্বাভাবিক ও নিয়মিত রয়েছে। বিভিন্ন তেল বিপনন সংস্থার মাধ্যমে জেলার প্রয়োজনীয় জ্বালানি মজুত নিশ্চিত করা হয়েছে এবং কোথাও কোন সংকট নেই। ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি কিছু ক্ষেত্রে গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্যের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে অযথা উদ্বেগের সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। এ বিষয়ে সকলকে আশ্বস্থ করা হচ্ছে যে, পেট্রোল পাম্প এবং এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটদের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বালানি ও গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে এবং আগামী দিনগুলিতেও সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল পেট্রোল পাম্প মালিক ও এলপিজি ড্রিস্ট্রিবিউটরদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, তারা যেন নিয়মিত সরবরাহ বজায় রাখার পাশাপাশি কোন প্রকার মজুতদারী বা কালোবাজারী রোধে সর্তক দৃষ্টি রাখেন। কোন অনিয়ম বা অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণের ঘটনা পরিলক্ষিত হলে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে জ্বালানি বা গ্যাস মজুত করা থেকে বিরত থাকতে, গুজবে কান না দিয়ে শুধুমাত্র সরকারি ঘোষণার উপর আস্থা রাখতে এবং কোথাও কোন অনিয়ম বা অসঙ্গতি লক্ষ্য করলে নিকটস্থ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে অনুরোধ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনও সর্বদা পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখছে এবং জনসাধারণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সকল বাবস্থা গ্রহণ করে চলছে।

অদ্বৈত বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়েই উন্মোচিত হবে ''চেতনা''র রহস্য: ড. প্রশান্ত ওঝা

আগরতলা, ২০ মার্চ: কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একলব্য ক্যাম্পাস, লেম্বুছড়ায় আজ ''বেদান্ত বিদ্যাশাখা''র উদ্যোগে 'অদ্বৈত্ব বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে চেতনা' শীর্ষক এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের গুরু দ্রোণাচার্য হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মেলবন্ধন নিয়ে গভীর আলোকপাত করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। এরপর ছাত্র হেমন্ত, অভিজিৎ ও সুরজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বৈদিক মঙ্গলাচরণ পাঠ করে অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক আবহ তৈরি করেন। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলগীত গাওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মূল পর্ব শুরু হয়। বেদান্ত বিদ্যাশাখার বিভাগীয় প্রধান ড. নেপাল দাস স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান। এরপর ক্যাম্পাসের অধিকর্তা অধ্যাপক মখলেশ কুমার উপাধ্যায় প্রধান বক্তাকে উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে বরণ করে নেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত নিপুণভাবে সঞ্চালনা করেন বেদান্ত বিদ্যাশাখার শ্রী লোকনাথ পণ্ডা। প্রধান বক্তা হিসেবে রামঠাকুর কলেজের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. প্রশান্ত ওঝা তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্যে বলেন, 'উপনিষদ ও অদ্বৈত বেদান্ত যে ''শুদ্ধ চেতনা''র কথা বলে, আধুনিক কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা ও নিউরোসায়েন্স আজ ঠিক সেই সত্যেরই দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে।' তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে প্রাচীন বৈদিক জ্ঞান ও বর্তমান বিজ্ঞান আসলে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সভাপতি হিসেবে তাঁর ভাষণে অধ্যাপক মখলেশ কুমার উপাধ্যায় সংস্কৃত সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক গুরুত্বের ওপর জোর দেন এবং গবেষকদের এই বিষয়ে আরও তুলনামূলক গবেষণার আহ্বান জানান।

শিক্ষক শূণ্যপদ নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

সাধারণ ডিগ্রি কলেজে, ২৬টি পেশাগত কলেজে এবং ৪৬টি টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। সাধারণ ডিগ্রি কলেজে মোট ৬৮৩টি পদের মধ্যে ৪৪৯টি পূরণ হয়েছে এবং ২০১টি সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য টিপিএসসি-কে অনুরোধ পাঠানো হয়েছে। টেকনিক্যাল কলেজগুলিতে ১০৪টি পদের মধ্যে ৫৮টি পূরণ এবং ৪৬টি শূন্য রয়েছে। পাশাপাশি আরও ২০০টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাবও রয়েছে।
তবে এই সব পদক্ষেপের পরও রাজ্যের কলেজগুলিতে ৭৩২ জন গেস্ট লেকচারারের উপস্থিতিই বিরোধীদের সমালোচনার কেন্দ্রে থেকে যায়।

ঋণ শোধের দাবি

● প্রথম পাতার পর

উপাদান যথেষ্ট নয়। আদালত পর্যবেক্ষণ করে, সুইসাইড নোটে হুমকির প্রকৃতি, কখন, কোথায় এবং কীভাবে সেই হুমকি দেওয়া হয়েছিলএসব বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য নেই। পাশাপাশি, ওই নোটে একসঙ্গে ৯ জনের নাম উল্লেখ করা হলেও কার ভূমিকা কী ছিল, তা আলাদা করে বলা হয়নি।
শীর্ষ আদালত আরও জানায়, অভিযোগপক্ষের বক্তব্য এমন নয় যে ওই ৯ জন একই পরিবারের সদস্য ছিলেন বা দলবদ্ধভাবে মৃত ব্যক্তিকে হয়রানি করছিলেন। মৃত ব্যক্তি সব পাওনাদারকেই একই চোখে দেখেছেন। ফলে, এমন সুইসাইড নোটের ভিত্তিতে বিচারপ্রক্রিয়া চালানো নিষ্ফল হবে বলেই মত আদালতের।
বারবার ফোন করার প্রসঙ্গেও সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, শুধু ফোন করাকেই অপরাধমূলক আচরণ বলা যায় না। আদালতের বক্তব্য, কোনও পাওনাদার নিজের টাকা ফেরত চাইতে ঋণগ্রহীতাকে ফোন করলে, সেটি আইনসঙ্গত কাজ; শুধুমাত্র সেই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চালানো যায় না।
আদালত এ-ও উল্লেখ করে, মৃত ব্যক্তির উপর শারীরিক আক্রমণ বা জোরজবরদস্তি চালানো হয়েছিলএমন কোনও প্রমাণও সামনে আসেনি। এই পরিস্থিতিতে, পাওনা টাকা চাওয়ার মাধ্যমে আপিলকারী আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছেনএমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর মতো উপাদান নেই বলে জানায় বেঞ্চ।
সবশেষে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, এই ফৌজদারি মামলা চালিয়ে যাওয়া আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সামিল হবে। তাই ন্যায়বিচারের স্বার্থে এফআইআর ও পরবর্তী চার্জশিট-সহ গোটা কার্যক্রম খারিজ করা প্রয়োজন।
এর ফলে, গুজরাত হাই কোর্টের আগের নির্দেশ বাতিল করে আপিল মঞ্জুর করেছে শীর্ষ আদালত।

টিইউএনএফ-এর

● প্রথম পাতার পর

ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। অভিযুক্তের কাছ থেকে সংগঠনের সিলমোহরসহ গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল প্রমাণ উদ্ধার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই মামলায় এর আগেও বৈদ্যুতিক ডেটোনেটর এবং 'নিওগোল-৯০' সহ বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার হয়েছিল।
পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে এবং গোটা নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলার লক্ষ্যে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ত্রিপুরা পুলিশ বদ্ধপরিকর বলেও জানানো হয়েছে।

সীমান্তে বাংলাদেশি নাগরিক

● প্রথম পাতার পর

পিতার নাম প্রয়াত ইন্দ্র ভূষণ পাল। এই ঘটনায় সোনামুড়া থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলাটি ২০২৫ সালের ইমিগ্রেশন ও ফরেনার্স অ্যাক্ট এবং ২০২৩ সালের ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) আইনের অধীনে দায়ের করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং কীভাবে তিনি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত আছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
ঘটনাকে ঘিরে সীমান্ত এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী গোটা এলাকায় নজরদারি আরও বাড়িয়েছে।

প্রতীকার লড়াকু সেঞ্চুরি সত্ত্বেও চাপে সেন্ট্রাল জোন, পাল্লা ভারী ওয়েস্ট জোনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র মহিলা ইন্টার জোনাল মাল্টি ডে ট্রফির প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়েস্ট জোনের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে কিছুটা চাপে পড়ল সেন্ট্রাল জোন। ওপেনার প্রতীকার দুরন্ত শতরান সত্ত্বেও প্রথম ইনিংসে ২১০ রানেই গুটিয়ে গেল সেন্ট্রাল জোনের ইনিংস। দিনের শেষে নিজেদের প্রথম ইনিংসে বিনা উইকেটে ১১ রান তুলেছে ওয়েস্ট জোন।শুক্রবার টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ওয়েস্ট জোনের অধিনায়ক। শুরুতে ব্যাট করতে নেমে সেন্ট্রাল জোনের ব্যাটাররা নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকেন। তবে একপ্রান্ত আগলে লড়াই চালিয়ে যান ওপেনার প্রতীকা। ২৫১ বলে ১১৬ রানের এক ধৈর্য্যশীল ইনিংস খেলেন তিনি, যাতে ছিল ৮টি চার ও ১টি ছক্কার মার। অধিনায়ক নুজহাত পারভীন (২৫) কিছুক্ষণ সঙ্গ দিলেও বাকি ব্যাটাররা চূড়ান্ত ব্যর্থ হন। ওয়েস্ট জোনের হয়ে বল হাতে সফল অভিজ্ঞ রাধা যাদব। তিনি ১২ ওভারে মাত্র ৩১ রান দিয়ে তুলে নেন ৩টি উইকেট। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন এ এ পাতিল (৩৯ রানে ২ উইকেট)। শেষ পর্যন্ত ৮৫.৫ ওভারে ২১০ রানে শেষ হয় সেন্ট্রাল জোনের ইনিংস।দিনের শেষবেলায় ব্যাট করতে নেমে সতর্ক শুরু করেছে ওয়েস্ট জোন। ৬ ওভার খেলে কোনো উইকেট না হারিয়ে তারা স্কোরবোর্ডে ১১ রান তুলেছে। ক্রিজে রয়েছেন হুমাইরা কাজি (১০*)। সেন্ট্রাল জোনের স্কোর ছাপিয়ে বড় লিড নেওয়াই এখন লক্ষ্য ওয়েস্ট জোনের ব্যাটারদের। অন্যদিকে, ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে দ্বিতীয় দিনের সকালে দ্রুত উইকেটের খোঁজে নামবে সেন্ট্রাল জোনের বোলাররা।সংক্ষিপ্ত স্কোর (প্রথম দিন শেষে):সেন্ট্রাল জোন (প্রথম ইনিংস): ২১০/১০ (৮৫.৫ ওভার) - প্রতীকা ১১৬, নুজহাত ২৫; রাধা যাদব ৩/৩১, এ এ পাতিল ২/৩৯।ওয়েস্ট জোন (প্রথম ইনিংস): ১১/০ (৬ ওভার) - হুমাইরা কাজি ১০*।

প্রীতি বোসের স্পিন ম্যাজিক, ১০২ রানেই ধসে পড়ল নর্থ ইস্ট জোন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র মহিলা ইন্টার জোনাল মাল্টি ডে ট্রফির প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করল নর্থ জোন। পুদুচেরির সিএপি গ্রাউন্ড ৩-এ ম্যাচের প্রথম দিনেই নর্থ জোনের বোলারদের দাপটে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল নর্থ ইস্ট জোনের ব্যাটিং লাইনআপ। দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে বিনা উইকেটে ১২ রান তুলে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে উত্তর ভারত।শুক্রবার সকালে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় নর্থ ইস্ট জোন। কিন্তু শুরু থেকেই নর্থ জোনের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। দলের হয়ে সর্বোচ্চ লড়াই করেন কল্পনা (২৭) এবং নাজমিন খাতুন (২২)। তবে তাঁদের ধৈর্য্যশীল ইনিংসও দলকে বড় স্কোরে পৌঁছে দিতে পারেনি। নর্থ জোনের বাঁ-হাতি স্পিনার প্রীতি বোস একাই প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করেন। তিনি ২৫.৪ ওভারে ১৭টি মেডেন সহ মাত্র ২১ রান দিয়ে তুলে নেন ৫টি উইকেট। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন বিস্মাহ হাসান ও সুস্মিতা কুমারী (উভয়েই ২ উইকেট)। শেষ পর্যন্ত ৯০.৪ ওভারে মাত্র ১০২ রানেই গুটিয়ে যায় নর্থ ইস্ট জোনের ইনিংস।দিনের শেষ বেলায় ব্যাট করতে নেমে ১০ ওভার খেলে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১২ রান তুলেছে নর্থ জোন। ক্রিজে রয়েছেন প্রজ্ঞা রাওয়াত (৫*) এবং অভিজ্ঞ প্রিয়া পুনিয়া (৭*)।সংক্ষিপ্ত স্কোর (প্রথম দিন শেষে):নর্থ ইস্ট জোন: ১০২/১০ (৯০.৪ ওভার) - কল্পনা ২৭, নাজমিন ২২; প্রীতি বোস ৫/২১, বিস্মাহ হাসান ২/১৩।নর্থ জোন: ১২/০ (১০ ওভার) - প্রিয়া পুনিয়া ৭*, প্রজ্ঞা রাওয়াত ৫*।

বৃষ্টিতে বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটের ৩টি ম্যাচ-ই পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বৃষ্টিতে ঘরোয়া ক্রিকেটের তিনটি ম্যাচ-ই ভেস্তে গেছে। ঘোষণা করতে হয়েছে পরিত্যক্ত হিসেবে। অংশগ্রহণকারী ছয়টি দল দুই-দুই করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। খেলা ত্রিপুরার টিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিপুল মজুমদার মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। টিআইটি গ্রাউন্ডে চতুর্থ রাউন্ডের খেলায় স্ফুলিঙ্গ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ২৮ ওভার ১ বল খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ১৬১ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। দলের পক্ষে সপ্তজিৎ দাস সর্বাধিক ৫৬ রান সংগ্রহ করেছিল ৭১ বল খেলে, ন-টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। বোলিংয়ে জেসিসি-র বিক্রম দেবনাথ দুটি উইকেট পেয়েছিল ২৮ রানের বিনিময়ে। একইভাবে এমবিবি স্টেডিয়ামের খেলায় সংহতি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে একত্রিশ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে ৯৫ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যায়। দলের পক্ষে রাহুল হোসেন সর্বাধিক ৩০ রান পায়। এদিকে হার্ভে ক্লাবের রানা দত্ত ২০ রানে তিনটি এবং শুভজিৎ দাস ২২ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডের খেলায় শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ২৯ ওভার খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৯৬ রান সংগ্রহ করতেই একইভাবে বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। দলের পক্ষে দেব বার্নালে সর্বাধিক ৩২ রান পেয়েছিল। ব্লাড মাউথ এর পক্ষে বলকেশ যাদব নয় রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ-ই পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়।

অনূর্ধ-২৩ জাতীয় মহিলা ক্রিকেটে মুম্বাইকে হারিয়ে কর্ণাটক ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ৭ উইকেটে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে কর্ণাটক। সেমিফাইনাল ম্যাচে দারুন এই জয়ের সুবাদে কর্ণাটক ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ২৩ এক দিবসীয় ট্রফি এলিট গ্রুপের। রাঁচিতে ঝাড়খন্ড স্টেট ক্রিকেট একাডেমি ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে কর্ণাটক ৭ উইকেটের ব্যবধানে মুম্বাইকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্ণাটক প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে মুম্বাই ৪১ ওভার তিন বল খেলে ১৩৪ রানে ইনিংস শেষ করে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে যজাতি সর্বাধিক ৩১ রান পায়। কর্ণাটকের সালোনি ২০ রানে চারটি এবং তেজস্বিনী ৩০ রানে তিনটি উইকেট দখল করে প্রতিপক্ষকে অল্পেতে আটকে দেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কর্নাটকের মহিলা ক্রিকেট দল ২৫ ওভার ৫ বল খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে ওপেনার রচিতা হাতুয়ারের ৩৬ রান, নেকি প্রসাদের অপরাজিত ৪৯ রান এবং সোম্য বার্মার অপরাজিত ৪৫ রান উল্লেখযোগ্য। মুম্বাইয়ের জিল ডোমেলো দুটি উইকেট পেয়েছিল ২৪ রানের বিনিময়ে। কর্নাটকের সালোনি দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

১৯ বছরের কুস্তিগিরকে প্রকাশ্যে ফাঁসি ইরানে খামেনেই বিরোধী বিক্ষোভে শামিল হওয়ার শাস্তি

তেহরান।। দেশের এক তরুণ প্রতিভাবান কুস্তিগিরকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিল ইরান। সরকার বিরোধী বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার শাস্তি পেতে হল ১৯ বছরের সালেহ মোহম্মদিকে। দু'জন পুলিশকর্মীকে হত্যার অভিযোগও ছিল তাঁর বিরুদ্ধে।

দেশ-বিদেশের নানা প্রতিযোগিতায় পদক জিতে ইরানকে গর্বিত করেছিলেন মোহম্মদি। ২০২৮ সালের অলিম্পিক্স কুস্তিতে ইরানের অন্যতম আশা হিসাবে মনে করা হচ্ছিল তাঁকে। তবু রেহাই মিলল না তাঁর। আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে গত জানুয়ারিতে বিক্ষোভ-আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে অন্য দুই বিদ্রোহীর সঙ্গে তাঁকেও প্রকাশ্যে ফাঁসি দিল ইরানের প্রশাসন। বিক্ষোভের সময় দুই পুলিশকর্মীকে হত্যা করার অভিযোগও আনা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। ইরানের একাধিক মানবাধিকার সংগঠনের অবশ্য দাবি, প্রশাসনের এই অভিযোগ মিথ্যা।

মোহম্মদিকে ফাঁসি দেওয়ার কথা জানিয়েছে ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম ইসলামিক রিপাবলিক অফ ইরান ব্রডকাস্টিং। তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কুম শহরের বেশ কিছু মানুষের সামনেই মোহম্মদিকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে দুই প্রতিবাদী সৈয়দ দাভৌদি এবং মেহদি ঘাসেমিকে। গত ৮ জানুয়ারি দুই পুলিশকর্মীকে হত্যার ঘটনার তদন্তে এই তিন জনের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

ফাঁসির খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইরানের মানবাধিকার কর্মী মাহমুদ আমিরি মোঘাদ্দম। তিনি বলেছেন, "নাগাড়ে অত্যাচার এবং বলপ্রয়োগ করে তিন জনের স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে। তার পর ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।" এমন আরও ফাঁসির ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা তাঁর। এই ঘটনায় ইরানের বিচারব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

দাবিহীন মহিলা মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref : GB Top GDE No-15 Dated: 17.03.,2026

পাশের ছবিটি অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ। বয়স আনুমানিক ৫২ বছর। উচ্চতা-৫ ফুট, গায়ের রং- শ্যামলা, মুখমন্ডল-গোলাকার এবং চুলের র ং সাদা এবং কালো। গত ১২-০৩-২০২৬ ইং দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে মানসিক রোগগ্রস্ত অবস্থায় এয়ারপোর্ট মানসিক হাসপাতাল থেকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় গত ১৭-০৩-২০২৬ ইং সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি জিবিপি হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে। সনাক্তকরণের জন্য আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন মৃতদেহের দাবি করেনি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয়স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোনে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩। জিবি ফাঁড়ি থানা - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫

ICA/D-2165/26

Sd/-
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

জাতীয় মহিলা ক্রিকেটে নকআউট তামিলনাড়ু, ফাইনালে মহারাষ্ট্র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে মাঝপথে খেলা ভেস্তে গেলেও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে মহারাষ্ট্র ছাড়পত্র পেয়েছে ফাইনালে খেলার। বিসিসিআই আয়োজিত অনূর্ধ ২৩ মহিলাদের এক দিবসীয় ট্রফি এলিট গ্রুপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের মধ্যে ম্যাচটি প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে মাঝপথে ভেস্তে গেছে। সকাল ন''টায় রাঁচিতে উষা মার্টিন গ্রাউন্ডে খেলা শুরুতে টস জিতে মহারাষ্ট্র প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে তামিলনাড়ু ৪৫ ওভার ২ বল খেলে ১২৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে ওপেনার শোভা হরিণী সর্বাধিক ৩২ রান পায়। এছাড়া জেনিথার ২৩ রান উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্রের আঁচল আগরওয়াল ১৬ রানে চারটি এবং গায়ত্রী সার্ভারসি ২১ রানে তিনটি উইকেট পায়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মহারাষ্ট্র ৩ ওভার খেলে বিনা উইকেটে ১৮ রান সংগ্রহ করতেই অনিবার্য কারণে ম্যাচ থেমে যায়। অবশেষে 'নো রেজাল্ট' ম্যাচ থেকে পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে মহারাষ্ট্র ছাড়পত্র পায় ফাইনালে খেলার। আগামী ২২ মার্চ ফাইনাল ম্যাচে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

২৩ বছর ধরে বঞ্চিত!

নয়াদিল্লি।। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ তুললেন প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণন। তাঁর দাবি, এত বছর ধারাভাষ্য দেওয়া সত্ত্বেও গায়ের রঙের কারণেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেওয়া হয়নি। বোর্ডকে তোপ দেগেই ধারাভাষ্য ছেড়ে দিলেন তিনি।

শুক্রবার শিবরামকৃষ্ণন সমাজমাধ্যমের একটি পোস্টে লেখেন, "আমি ধারাভাষ্য থেকে অবসর নিচ্ছি।" তখন অনেকেই কৌতূহলী হয়ে সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চান। শিবরামকৃষ্ণন তখনই কিছু বলেননি। তিনি আরও লেখেন, "২৩ বছর ধরে ধারাভাষ্য দেওয়ার পরেও টস বা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্ব পাইনি। (রবি) শাস্ত্রী কোচ হওয়ার সময় থেকেই নতুনরা এসে পিচ রিপোর্ট, টস, পুরস্কার বিতরণী থেকে সব কিছুই করছে। তা হলে কী কারণ হতে পারে বলে আপনারা মনে করেন?"

তখনই এক ব্যক্তি জানতে চান গায়ের রঙের কারণে তাঁর প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে কি না? শিবরামকৃষ্ণন বলেন, "আপনি একদমই ঠিক। রঙের কারণে বৈষম্য।" তিনি আরও লেখেন, "এই অবসর একটা গল্পের শুরু যা প্রকাশ্যে এলে সাধারণ মানুষ, ক্রিকেট সমর্থক থেকে সকলে চমকে যাবেন। যাঁরা আমাকে ঘৃণা করতেন তাঁরা শান্তি পেয়েছেন দেখে খুব ভাল লাগছে। যাঁরা মনে করেছেন আমি ভদ্র, তাঁদের ধন্যবাদ। বিসিসিআই এ সব বিশ্বাসই করতে পারবে না।" বোর্ডের তরফে এখনও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

১৯৮৩-এর এপ্রিলে শিবরামকৃষ্ণন নজির গড়েন। ১৭ বছর ১১৮ দিনে টেস্ট অভিষেক হয়। তরুণতম অভিষেককারী হন তিনি। দেশের হয়ে ৯টি টেস্ট এবং ১৬টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন তিনি। লাল বলের ক্রিকেটে ২৬টি উইকেট পেয়েছেন। তার মধ্যে ১৫ জন আলাদা ব্যাটারকে আউট করেছেন। ১৯৮৫-তে বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন শিবরামকৃষ্ণন। পাঁচ ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়েছিলেন।

প্রকাশ্যেই আসতে দেওয়া হবে না বৈভবকে!

নয়াদিল্লি।। গত বছর আইপিএলে ভাল খেলে রাতারাতি গোটা ক্রিকেটবিশ্বের নজরে এসেছিল বৈভব সূর্যবংশী। এর পর দেশের হয়েও ভাল খেলেছে সে। স্বাভাবিক ভাবেই এ বার বৈভবকে নিয়ে প্রত্যাশার পারদ চড়ছে সমর্থকদের মধ্যে। ১৪ বছরের ক্রিকেটারকে যাতে সে সব ছুঁতে না পারে, তাই বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজস্থান রয়্যালস। আইপিএল চলাকালীন বৈভবকে যতটা সম্ভব কম প্রকাশ্যে আনা হবে। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথাবার্তার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে।রাজস্থানের অধিনায়ক রিয়ান পরাগের আশা, বাইরের আওয়াজে কান দেবে না বৈভব। তবু তিনি বলেছেন, "অধিনায়ক হিসাবে আমি বৈভবকে বলব, খুব বেশি সাংবাদিক বৈঠক কোরো না। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে বেশি কথা বোলো না। শুধু সময়টা উপভোগ করো।"পরাগের সংযোজন, "এ বছর ওকে নিয়ে অনেক চর্চা হবে। চাপ সামলাতে হবে। অধিনায়ক হিসাবে আমি ওকে বলব, যশস্বী জয়সওয়ালকে চাপ নিতে দাও। বৈভবের ভূমিকা হবে মাঠে গিয়ে বল পেলেই উড়িয়ে দেওয়া। আর কিছু নিয়ে ওকে চিন্তা করতে হবে না।"দ্বিতীয় মরসুমে যে বৈভবের উপরে বাড়তি চাপ থাকবে সেটা মেনে নিয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীপতি বালাজিও। বৈভবকে আটকাতে বিপক্ষ দলগুলি বেশি করে প্রস্তুতি নেবে বলে আশা তাঁর। বালাজি বলেছেন, "দ্বিতীয় মরসুম সব সময়ে কঠিন হয়। বিপক্ষ দলগুলো ইতিমধ্যেই ওকে নিয়ে পড়াশোনা করে নিয়েছে। তাই পারফরম্যান্স ধরে রাখা বৈভবের কাছে চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে।"আইপিএল মানেই কোটি টাকার খেলা। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট লিগ। ব্র্যান্ড ভ্যালুর নিরিখে গোটা বিশ্বে সব খেলার মধ্যে তৃতীয়। এ হেন দামি লিগের দলগুলিও দামি হবে, সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু তা বলে এত দাম! শোনা যাচ্ছে, রাজস্থান রয়্যালস কেনার জন্য ১৬ হাজার কোটি টাকার অফার দিয়েছিল কলম্বিয়া পেসিভফিক ক্যাপিটাল পার্টনারস (সিপিসিপি)। সেই অফারও ফিরিয়ে দিয়েছে রাজস্থান রয়্যালসের বর্তমান বোর্ড। তাঁদের ধারণা, ফ্র্যাঞ্চাইজির আরও বেশি দর উঠবে।এই মুহূর্তে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রায় ৬৫ শতাংশ শেয়ার রয়েছে ইমার্জিং মিডিয়া স্পোর্টিং হোল্ডিংস লিমিটেডের হাতে। যার মালিক মনোজ বাদালে। তাছাড়াও অংশীদার হিসাবে রয়েছেন ল্যাচলান মারডক এবং রেডবার্ড ক্যাপিটাল। তাদের হাতে শেয়ার রয়েছে ১৩ ও ১৫ শতাংশ। জানা গিয়েছে, সিপিসিপি ছাড়াও মোট চারটি সংস্থা রাজস্থান রয়্যালস কেনার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। এর মধ্যে কাল সোমানি রাজস্থানকে প্রায় ১.৩ বিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১১,৯৫৬ কোটি) অফার দিয়েছে। সেটা খারিজ করেছে রাজস্থান বোর্ড।তবে সবচেয়ে বড় অফারটি দেয় কলম্বিয়া পেসিভফিক ক্যাপিটাল পার্টনারস। ওই সংস্থার অফার মোট ১.৭ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা। ওই সংস্থাটির মালিকানা রয়েছে নিশা সচদেব এবং দেবজিত গুপ্তার হাতে। কিন্তু ওই বিরাট অফারও গ্রহণ করল না রাজস্থান। তাঁদের ধারণা আরও বেশি দাম পাওয়া যাবে।

MEMORANDUM

WHEREAS, Sri Manish Deb, UDC, attached with the Judicial Section of this office was last present on 22-04-2024 and has been continuously absent from his duties with effect from 23-04-2024 to till date, and no leave application has been received from him despite issuance of two (02) wireless messages through Officer In-Charge, West Tripura Police Station vide No. F.1 (347)-DM/KH/ESTT/2020/1939, dated 09-08-2024 and vide No. F.1 (347)-DM/KH/ESTT/2020/1963, dated 14-08-2024

AND

WHEREAS, Sri Manish Deb, UDC, was directed to resume his duties by 12-08-2024 through the aforesaid wireless messages, but he failed to join his duties.

AND

WHEREAS, as per memorandum vide No.F.20 (1)-GA (P&T)/18(Part), dt. 12/12/2018 of the Deputy Secretary, GA (P&T) Department. Govt. of Tripura "11" amendment of the Tripura State Civil Service (Leave) Rules, 2013 as notified by the Finance Department Government of Tripura provides that a Govt. servant shall be deemed to have resigned from the service if he-(a) is absent without authorization for a period of 01 (one) year or (b) remains absent from duty for a continuous period of 05(five) years, with or without leave""Now, therefore, Sri Manish Deb, UDC, O/o the District Magistrate & Collector, Khowai is hereby asked to show cause as to why he shall not be deemed to have resigned from the Government Service as per provision of the content of the memorandum vide No.F.20 (1)-GA (P&T)/18(Part), dt.-12/12/2018 of the Deputy Secretary. GA (P&T) Department. The reply of the "SHOW CAUSE NOTICE" shall reach to the office of the undersigned within 7 (seven) days from the date of publication/receipt of the same in the local newspaper, whichever is earlier failing which an ex-parte decision shall be taken without further communication, as per norims.

ICA/D-2161/26

District Magistrate & Collector
Khowai District: Tripura.

২০২৭ বিশ্বকাপের দেড় বছর আগেই ২০ জনের দল বেছে ফেলেছেন নির্বাচকেরা, নজর রাখবেন আইপিএলে

নয়াদিল্লি।। পরের বছর এক দিনের বিশ্বকাপ রয়েছে। তার দেড় বছর আগেই ২০ জনের সম্ভাব্য দল বেছে রেখেছেন নির্বাচকেরা। অর্থাৎ ২০ জনকে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে যাঁদের দলে নেওয়া হবে। তাঁদের উপরেই আইপিএলে নজর রাখা হবে। এমনই জানা গিয়েছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তির দল নামাবে ভারত।

নির্বাচকদের কমিটির সদস্যেরা যে যেখানে থাকেন, তাঁর আশেপাশের মাঠগুলিতে ম্যাচ দেখবেন। সেখানেই নজর রাখবেন সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের প্রতি। সেই হিসাবে কলকাতা থেকে ম্যাচ দেখার কথা শিবসুন্দর দাসের।

ক্রিকেটারদের প্রতি নজর

আগরকর মুম্বইয়ের, আরপি সিংহ এবং অজয় রাতরা দিল্লির এবং প্রজ্ঞান ওঝা বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদের ম্যাচ দেখবেন। সংবাদ সংস্থাকে বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, "বোর্ড চাইছে, প্রত্যেক নির্বাচক সপ্তাহে অন্তত একটি আইপিএলের ম্যাচ মাঠে গিয়ে দেখুন। তা হলে এক সপ্তাহে পাঁচ জন নির্বাচক পাঁচটি ম্যাচ দেখবেন। এ ছাড়া টিভিতে তো ম্যাচ দেখতেই পারেন।" পরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং অলিম্পিক্স অনেকটাই দূরে। জানা গিয়েছে, যে ২০ জনকে এক দিনের বিশ্বকাপের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে, এ বারের আইপিএলে তাঁদের দিকেই নজর রাখা হবে। পাশাপাশি কোনও নতুন তারকা উঠে এলে তাঁকেও চিহ্নিত করা হবে।

আফগান টেস্টে শক্তিশালী দল

৬-১০ জুন মুল্লানপুরে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট খেলবে ভারত। সেটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত নয়। তবু শক্তিশালী দল নামাবে ভারত। প্রথম সারির সব ক্রিকেটারেরাই খেলবেন। অগস্ট থেকে মার্চের মধ্যে ন'টি টেস্ট রয়েছে। তাই আফগানিস্তান ম্যাচকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। জসপ্রীত বুমরাহ এবং মহম্মদ সিরাজদেরও খেলার কথা। বোর্ডকর্তার ব্যাখ্যা, "টেস্টের টুপি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নয়। তার জন্য 'এ' দলের ছায়া সফর রয়েছে। এখন টেস্টের জন্য বুমরাহ, সিরাজ, প্রসিদ্ধ তিন জনকেই তৈরি থাকতে হবে।"

চুক্তিবৃদ্ধি চাননি আগরকর

শোনা গিয়েছিল ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত দায়িত্বে থাকতে চান প্রধান নির্বাচক আগরকর। তবে বোর্ডকর্তা বলেছেন, "অজিতের চুক্তি শেষ হচ্ছে সেপ্টেম্বরে। তার পর বোর্ড সচিব এবং অজিত বসে ঠিক করবেন কী করা যায়। সংবিধান অনুযায়ী একজন নির্বাচক চার বছর পর্যন্ত দায়িত্বে থাকতে পারেন। তাঁকে চুক্তিবৃদ্ধি চেয়ে নিতে হয় না।"

ব্যাটিং বিপর্যয় দক্ষিণ আফ্রিকার, তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৮ উইকেটে জয় নিউ জিল্যান্ডের, সিরিজে এগিয়ে গেল বিশ্বকাপ রানার্সেরা

অকল্যান্ড।। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল নিউ জিল্যান্ড। শুক্রবার তৃতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৮ উইকেটে হারালেন মিচেল স্যান্টনারেরা। প্রথমে ব্যাট করে কেশব মহারাজের দল করে ৯ উইকেটে ১৩৬। জবাবে ১৬.২ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৭ রান করে নিউ জিল্যান্ড।

অকল্যান্ডের ২২ গজে প্রথমে ব্যাট করে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। ৪৬ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। টনি ডি'জর্জি (১৫), উইয়ান মুলডার (০), কনর এস্টারহুজেন (১৫), জেসন স্মিথ (১০), রুবিন হার্মানেরা (৪) দ্রুত আউট হয়ে যান। এর পর কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেন ডিয়ান ফরেস্টার এবং জর্জ লিন্ডে। ফরেস্টার করেন ১৫ বলে ১৭। লিন্ডের ব্যাট থেকে আসে ১৯ বলে ২৩ রান। শেষ দিকে এনকোবানি মোকোয়েনা ২০ বলে ২৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলকে কিছুটা ভাল জায়গায় পৌঁছে দেন। নিউ জিল্যান্ডের স্যান্টনার ২১ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। তিনিই দলের সফলতম বোলার। ২৭ রানে ২ উইকেট নেন বেন সিয়ার্স। ৪২ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন কাইল জেমিসন। এ ছাড়া ১টি করে উইকেট নিয়েছেন লকি ফার্গুসন, কোল ম্যাককঞ্চি এবং জেমস নিশাম।

জয়ের জন্য ১৩৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে তেমন সমস্যায় পড়েননি নিউ জিল্যান্ডের ব্যাটারেরা। ভাল শুরু করেন নিউ জিল্যান্ডের দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে এবং টম লাথাম। কনওয়ে ২৬ বলে ৩৯ রান করেন ৪টি চার এবং ২টি ছয়ের সাহায্যে। লাথাম ২২ গজের এক প্রান্ত আগলে রেখেছিলেন ম্যাচের শেষ পর্যন্ত। তাঁর ৫৫ বলে ৬৩ রানের অপরাজিত ইনিংসে রয়েছে ৭টি চার এবং ২টি ছয়। তিন নম্বরে নেমে টিম রবিনসন করেন ১৭ বলে ১৭।

দক্ষিণ আফ্রিকার লুথো সিপামলা ২৬ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন। এ ছাড়া মহারাজের ১ উইকেট ৩০ রানে। সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতে এগিয়ে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তার পর টানা দু'ম্যাচ জিতে এগিয়ে গেল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ রানার্সেরা।

আইপিএল শুরুর আট দিন আগে স্বস্তি শাহরুখের কেকেআর শিবিরে

আগামী ২৮ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএল। তার আট দিন আগে স্বস্তি শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে। বোলিং আক্রমণ নিয়ে চিন্তা অনেকটাই কমল অভিষেক নায়ারদের। শ্রীলঙ্কার জোরে বোলার মাথিশা পাথিরানা চোট সারিয়ে মাঠে নামার জন্য তৈরি। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট তাঁকে ফিট ঘোষণা করেছে।টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় চোট পেয়েছিলেন পাথিরানা। বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যান তিনি। তার পর থেকে মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর আইপিএল খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছিল আশঙ্কা। গত সোমবার পাথিরানার এজেন্ট আমিলা কালুগালগে তাঁর একটি ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন। যে ছবিতে পাথিরানাকে কেকেআরের জার্সি পরে উচ্ছ্বাস করতে দেখা গিয়েছিল। সেই ছবির সঙ্গে লড়াইরত ফেন্সারের ইমোজি দেন কালুগালগে। যা থেকে মনে করা হয়েছিল, শ্রীলঙ্কার জোরে বোলার চোট সারিয়ে মাঠে নামার জন্য তৈরি। এ বার শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডও জানিয়ে দিল, পাথিরানা ফিট। কেকেআরের হয়ে তাঁর আইপিএল খেলতে সমস্যা নেই।শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের সচিব বান্দুলা দিশানায়েকে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, "পাথিরানার রিহ্যাব সম্পূর্ণ। ও এখন সম্পূর্ণ ফিট। আইপিএল খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ওকে। বাকিটা ওর ফ্র্যাঞ্চাইজি সিদ্ধান্ত নেবে। ম্যাচ খেলার মতো জায়গায় রয়েছে মনে করলে, ওকে খেলাতেই পারে। আমরা শুধু বলতে পারি, এই মুহূর্তে পাথিরানা ফিট এবং আইপিএল খেলতে কোনও সমস্যা নেই।"পাথিরানা কবে কেকেআর শিবিরে যোগ দেবেন, তা জানা যায়নি। আইপিএলে কেকেআরের প্রথম ম্যাচ ২৯ মার্চ মুম্বইয়ে। তার আগে ২৫ মার্চ অজিঙ্ক রাহানেরা মুম্বই চলে যাবেন। মনে করা হচ্ছে, পাথিরানা সেখানেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। আইপিএলের গত নিলামে ২৩ বছরের পাথিরানাকে ১৮ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছিলেন কেকেআর কর্তৃপক্ষ।ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে বাদ দিতে হয়েছে কেকেআরকে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে চোট পান হর্ষিত রানা। অস্ত্রোপচার হলেও তিনি এখনও সুস্থ নন। আইপিএলে তাঁর খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই। তার উপর বিশ্বকাপের মাঝে পাথিরানার চোট চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল শাহরুখের দলকে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

তিন বছরে আইনি লড়াইয়ে ৩৬.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়, ৪,০১০ মামলা ঝুলে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২০ মার্চ : রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে চলা আইনি লড়াইয়ে গত তিন বছরে মোট ৩৬.৮৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।

বিধানসভায় উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতি রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

আইন দপ্তরের পক্ষ থেকে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং নির্মল বিশ্বাস-এর প্রশ্নের জবাবে জানানো হয়েছে, ২০২৩ সালে ১১.৯৬ কোটি টাকা, ২০২৪ সালে ১২.৮৮ কোটি টাকা এবং ২০২৫ সালে ১২.০২ কোটি টাকা বিভিন্ন আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য ব্যয় করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই সময়ে রাজ্য সরকার বাইরের কোনো আইনজীবী নিয়োগ করেনি এবং সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় আইনজীবীদের উপর নির্ভর করেছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ত্রিপুরার বিভিন্ন আদালতে মোট ৪,০১০টি সরকারি মামলা বিচারাধীন

রয়েছে।

এর মধ্যে ২,৫৫৭টি মামলা পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঝুলে রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে বর্তমানে রাজ্যের ২২০টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে দায়ের করা ৯০১টি মামলাও সেখানে বিবেচনাধীন। গত তিন বছরে সুপ্রিম কোর্টে মামলা পরিচালনার জন্য মোট ৮.৬৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যার মধ্যে ৩.৪৮ কোটি টাকা আইনজীবীদের পারিশ্রমিক বাবদ খরচ হয়েছে।

সংবেদনশীল মামলার প্রসঙ্গে সরকার জানায়, রাজ্যে ধর্ষণ সংক্রান্ত ৪৫৭টি মামলা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। এর মধ্যে ৫৯টি মামলা ত্রিপুরা হাইকোর্ট-এ এবং ৩৯৮টি জেলা ও অধস্তন আদালতে রয়েছে। একই সময়ে ৭৫৮টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে ১৬৭টিতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে অভিযুক্তরা।

এছাড়া, বিশেষ অনুমতি আবেদন (এসএলপি) সংক্রান্ত ১২১টি মামলা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন, যার মধ্যে ৯০টি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দায়ের করা হয়েছে।

বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সরকার বদ্ধপরিকর। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা মামলাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ সেল গঠনের মতো পদক্ষেপও বিবেচনা করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

ত্রিপুরায় বজ্রঝড় ও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি সতর্কতা

আগরতলা, ২০ মার্চ: আগামী ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত ও বজ্রঝড়ের সম্ভাবনায় কমলা সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

আবহাওয়া দফতরের মতে, উত্তর-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ ও সংলগ্ন দক্ষিণ উত্তরপ্রদেশের উপর অবস্থানকারী ঘূর্ণাবর্ত থেকে নাগাল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ট্রফ ঝাড়খণ্ড, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ অসম অতিক্রম করে ০.৯ কিমি উচ্চতায় সক্রিয় রয়েছে। পাশাপাশি, উত্তর-পূর্ব অসম ও সংলগ্ন অরুণাচল প্রদেশের উপর ১.৫ থেকে ৩.১ কিমি উচ্চতায় একটি ঊর্ধ বায়ু ঘূর্ণাবর্তও সক্রিয় রয়েছে। এই সব কারণেই আবহাওয়ার অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ত্রিপুরার প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

তাছাড়া, কয়েকটি জেলায় বজ্রঝড় সহ দমকা হাওয়া (ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে) বয়ে যেতে পারে। খোয়াই জেলায় এক বা দুই স্থানে ভারী বৃষ্টিপাত (৭-১১ সেমি) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় না থাকা, গাছের নিচে আশ্রয় না নেওয়া এবং প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ধর্মনগরে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের নবনির্মিত শাখার উদ্বোধন

ধর্মনগর, ২০ মার্চ ২০২৬: ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের নবনির্মিত ধর্মনগর শাখার আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আধুনিক ও গ্রাহককেন্দ্রিক ব্যাংকিং পরিষেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এই উদ্যোগকে ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চান্দ্রনী চন্দন, জেলাশাসক ও কালেক্টর, উত্তর ত্রিপুরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান।

অনুষ্ঠানে ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এবং সম্মানিত গ্রাহকদের উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্ব পায়। তাঁদের অংশগ্রহণ ব্যাংকের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ও আস্থার প্রতিফলন হিসেবে উঠে আসে।

ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, নবনির্মিত শাখাটি আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিকাঠামোতে সজ্জিত, যার ফলে গ্রাহকদের দ্রুত, দক্ষ এবং উন্নত মানের পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

উদ্বোধনী বক্তব্যে চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং জানান, গ্রামীণ এলাকায় উন্নত ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করাই তাদের লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, গ্রাহকদের সঙ্গে সম্পর্ককে আরও গভীর করে তুলতে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ব্যাংক ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে।

৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন: ২ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

আগরতলা, ২০ মার্চ: ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে আজ ২ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তারা হলেন আমরা বাঙালি মনোনীত প্রার্থী বিভাস রঞ্জন দাস এবং নির্দল প্রার্থী ব্রজলাল দেবনাথ। উভয় প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা শাসক তথা রিটার্নিং অফিসার দেবযানী চৌধুরীর হাতে তুলে দেন। ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

শহীদ দিবস পদযাত্রা ২৩শে

আগরতলা, ২০ মার্চ : মহান শহীদ ভগত সিং, শিবরাম রাজগুরু এবং সুখদেব থাপার-এর সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে স্মরণ করে পশ্চিম ত্রিপুরার ‘মাই ভারত’ সংস্থা ‘আমার ভারত, আমার দায়িত্ব’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে আগামী ২৩ মার্চ ‘শহীদ দিবস পদযাত্রা’-র আয়োজন করতে চলেছে।

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো স্মরণকে অর্থবহ কর্মে রূপান্তরিত করা এবং যুব সমাজকে জাতি গঠন, নাগরিক দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। পদযাত্রায় জেলা জুড়ে যুব স্বেচ্ছাসেবক, যুব ক্লাব, কলেজ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি) এবং বিভিন্ন যুব সংগঠনের ব্যাপক অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পদযাত্রার নির্ধারিত পথ উজ্জয়ন্ত প্যালেস থেকে শুরু হয়ে জ্যাকসন গেট ও ওরিয়েন্ট চৌমুহানি হয়ে উমাকান্ত গ্রাউন্ড পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। প্রায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পদযাত্রা শহরের গুরুত্বপূর্ণ পথ অতিক্রম করবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই উদ্যোগ শুধুমাত্র পশ্চিম ত্রিপুরায় সীমাবদ্ধ থাকবে না; রাজ্যের মোট ৮টি জেলা জুড়েই একই ধরনের পদযাত্রার আয়োজন করা হবে, যাতে যুব সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।

অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি হিসেবে ইতিমধ্যেই ১৯ মার্চ ২০২৬ থেকে একাধিক প্রাক-অনুষ্ঠান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অখ্যাত বীর ও মুক্তিযোদ্ধাদের উপর অনলাইন কুইজ, ‘এক যুব আইসা ভি’ থিমে রিল প্রতিযোগিতা এবং পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক নাগরিক কর্মসূচি।

বৃষ্টিমুখর মিছিলে খোয়াইয়ে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল

খোয়াই, ২০ মার্চ : প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দৃপ্ত পদচারণায় শুক্রবার খোয়াইয়ে এডিসি নির্বাচনে বামফ্রন্টের সিপিআই(এম) প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। বৃষ্টিভেজা মিছিলে রাজপথে নেমে সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস ও অংশগ্রহণ এদিন বিশেষভাবে নজর কাড়ে।

এদিন বেলা প্রায় বারোটায় জেলা শহরের কবিগুরু পার্ক-এর রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশ থেকে স্লোগানে মুখর এক বিশাল মিছিল শুরু হয়। তার আগে সকাল থেকেই খোয়াই জেলা সিপিআই(এম) কার্যালয়ে মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলীয় নেতা-কর্মী এবং জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ জড়ো হন। কমলপুর মহকুমা থেকেও বহু কর্মী অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি বনকর, নতুন টাউন হল রোড, রঞ্জন রায় সেতু, ভগিনী নিবেদিতা পার্ক, জেলা হাসপাতাল রোড হয়ে নৃপেন চক্রবর্তী অ্যাভিনিউ ঘুরে সুভাষপার্ক বাজার ও বিবেকানন্দ সরণী অতিক্রম করে অফিসটিলায় গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকলেও অংশগ্রহণকারীদের উদ্দীপনায় কোনো ভাটা পড়েনি।

মিছিলের পুরোভাগে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর খোয়াই জেলা সম্পাদক পদ্ম কুমার দেববর্মা, রাজ্য কমিটির সদস্য পলাশ ভৌমিক, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আলয় রায়, মহকুমা নেতৃত্ব রঞ্জিত দেববর্মা, বিদ্যাচরণ দেববর্মা, নন্দলাল দেববর্মা, বিশ্বরঞ্জন দেববর্মা, মনোজ দাস এবং কমলপুর মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমর ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা। পরে অফিসটিলায় পৌঁছে রিটার্নিং অফিসার তথা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট নির্মল কুমার-এর দপ্তরে গিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন বামফ্রন্টের দুই প্রার্থী ৯ আশারামবাড়ী-হালাহালি কেন্দ্রের করিম দেববর্মা এবং ১২ রামচন্দ্রঘাট কেন্দ্রের সমরেশ দেববর্মা।

মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় বাইরে জমায়েতে বক্তব্য রাখেন পদ্ম কুমার দেববর্মা, পলাশ ভৌমিক এবং অমর ভট্টাচার্য্য। নেতৃবৃন্দ বলেন, সাধারণ মানুষের দাবি ও স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে বামফ্রন্ট প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন এবং জনগণের সমর্থন নিয়েই তারা জয়ী হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

চুরাইবাড়িতে রেলের জমি দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা, থানায় অভিযোগ

চুরাইবাড়ি, ২০ মার্চ : উত্তর ত্রিপুরার চুরাইবাড়ি থানাধীন পূর্ব ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে রেলের জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর দীর্ঘদিনের বিরোধ ফের তীব্র আকার ধারণ করেছে। গ্রামীণ স্তরে একাধিকবার সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বিষয়টি থানায় গড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের খাদিমপাড়া এলাকায় বহু বছর ধরে রেলের জমিতে বসবাস করতেন বকুল রুদ্রপাল। পরে রেল দপ্তরের নোটিশ অনুযায়ী তিনি ওই জমি ছেড়ে অন্যত্র বসতি স্থাপন করেন। অভিযোগ, এই সুযোগে তাঁর প্রতিবেশী রাহুল দত্ত ওই সরকারি জমি দখল করে সেখানে একটি দোকান নির্মাণের পাশাপাশি সবজি চাষ শুরু করেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়ভাবে সালিশি বৈঠকের আয়োজন করা হলেও কোনো সমাধান মেলেনি। ফলে বকুল রুদ্রপাল বাধ্য হয়ে চুরাইবাড়ি থানা-এ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগকারী বকুল রুদ্রপালের দাবি, অভিযুক্ত রাহুল দত্ত রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছেন। এমনকি সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাঁদের বাড়ির উপর গাছ ভেঙে পড়ে ক্ষয়ক্ষতি হলেও কোনো সহায়তা পাননি বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। তিনি প্রশাসনের কাছে জমি উদ্ধার ও ন্যায্য সরকারি সুবিধা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, বকুলবাবুর ছেলে বিধান রুদ্রপাল অভিযোগ করেন, রাহুল দত্ত তাঁকে ‘বাংলাদেশি’ বলে অপমান করেছেন এবং মিথ্যা মামলায় জড়ানোর পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকিও দিচ্ছেন।

তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রাহুল দত্ত। তাঁর দাবি, বকুল রুদ্রপাল ও তাঁর পরিবার সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছেন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তাঁকে হেয় করার চেষ্টা চলছে। তিনি আরও দাবি করেন, যে জমিতে তাঁর দোকান রয়েছে সেটি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি এবং ওই পরিবারের কারণেই এলাকাবাসী অতিষ্ঠ।

সমগ্র ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, প্রশাসনের নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমেই এই বিরোধের প্রকৃত সত্য সামনে আসবে এবং পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে।

গোমতী জেলা পরিষদ অফিসে চুরি, দুই অভিযুক্ত গ্রেফতার

আগরতলা, ২০ মার্চঃ গোমতী জেলা পরিষদ অফিসে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৭ মার্চ ভোরে অফিসের ইন্টেরিয়র কাজের জন্য রাখা প্রায় দেড় লক্ষ টাকার মূল্যবান ইলেকট্রনিক সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পরদিন ১৮ মার্চ সকালে অফিস কর্মীরা বিষয়টি টের পেয়ে পুলিশে খবর দেন। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে। ধৃতদের নাম সুমন মিয়া এবং কামিজ মিয়া। ১৯ মার্চ বিকেলে রাজারবাগ মুসলিম পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, সুমন মিয়ার বিরুদ্ধে আগে থেকেই ৭টি এবং কামিজ মিয়ার বিরুদ্ধে ৩টি মামলা রয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে চুরি হওয়া সামগ্রীর সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানে যাচ্ছেন আগরতলার প্রাণন্ত দেব

আগরতলা, ২০ মার্চ : ত্রিপুরার গর্ব বাড়িয়ে মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানে অংশ নিতে চলেছেন আগরতলার ভাটি অভয়নগর পশ্চিম পাড়ার তরুণ পর্বতারোহী প্রাণন্ত দেব। ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্লাইম্বিং অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে তাঁর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিযান আয়োজিত হয়েছে।

এই উপলক্ষে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রাণন্ত দেবকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিমল সূত্রধর সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৫ মার্চ মাউন্ট এভারেস্ট-এর উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন প্রাণন্ত দেব। তাঁর এই অভিযাত্রা শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের লক্ষ্যেই নয়, বরং ত্রিপুরার তরুণ প্রজন্মকে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেও মনে করা হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত সকলে প্রাণন্ত দেবের সাফল্য কামনা করেন এবং তাঁর নিরাপদ ও সফল অভিযানের জন্য শুভেচ্ছা জানান।

ডোনার তহবিল : ত্রিপুরার জন্য ৩২২ কোটি বরাদ্দ, ১৩৮ কোটি টাকা অব্যয়িত

আগরতলা, ২০ মার্চ : ২০২৩—২৪, ২০২৪—২৫ ও ২০২৫—২৬ অর্থবছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (ডোনার) ত্রিপুরার জন্য মোট ৩২২.৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এর মধ্যে ১৮৩.৯৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে এবং ১৩৮.৩৬ কোটি টাকা এখনও অব্যয়িত রয়েছে। বিধানসভায় সিপিএম বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের প্রশ্নের জবাবে ত্রিপুরার সরকারের পরিকল্পনা ও সমন্বয় বিভাগ এই তথ্য জানিয়েছে।

সরকারি উত্তরে বলা হয়েছে, ২০২৩—২৪ অর্থবছরে কেবল একটিমাত্র প্রকল্পে পিএম-ডিভাইন-এর আওতায় ১৭.৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয় এবং তা পুরোপুরি ব্যয় হয়েছে। এনইএসআইডিএস-ওটিআরআই প্রকল্পের জন্য ওই বছরে কোনো তহবিল বরাদ্দ হয়নি।

২০২৪—২৫ অর্থবছরে উভয় প্রকল্পের জন্য মোট ২০৭.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে ১২২.২৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, এবং ৮৫.২৩ কোটি টাকা অব্যয়িত রয়েছে। এনইএসআইডিএস-ওটিআরআই-এর আওতায় আটটি প্রকল্প এবং পিএম-ডিভাইন-এ চারটি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বর্তমান অর্থবছর ২০২৫—২৬-এর জন্য ছয়টি প্রকল্পে মোট ৯৭.২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৩.৯১ কোটি টাকা ব্যবহার করা হয়েছে, বাকি ৫৩.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় বাকি রয়েছে।

সার্বিকভাবে এই তথ্যে জানা গেছে, বরাদ্দকৃত তহবিলের একটি বড় অংশ এখনও খরচ হয়নি, যা রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতিকে নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে।

রাজ্যে দুধের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে: প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী

আগরতলা, ২০ মার্চ: রাজ্যে দুধের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস এবং বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, ২০২২-২৩ সালে রাজ্যে দুধ উৎপাদিত হয়েছে ২,৩০,১১৫ মেট্রিকটন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা বেড়ে হয়েছে ২,৪৭,৩০৫ মেট্রিকটন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দুধের উৎপাদন আরও বেড়ে হয়েছে ২,৬৩,৬৯০ মেট্রিকটন। এই মুহূর্তে রাজ্যে দুধের চাহিদা রয়েছে ৩,০৩,৪৮০ মেট্রিকটন। প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী জানান, রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য দপ্তর বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচি, পশু খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি, কৃত্রিম প্রজননের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ, গোকুল গ্রাম স্থাপন, সংকর প্রজাতির প্রজননক্ষম দামরি বাছুর বিতরণ, অধিক দুগ্ধ উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি। তিনি জানান, কৃত্রিম প্রজনন কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পের মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারিত বীজ ব্যবহার করে অধিক দামরি বাছুর উৎপাদন এবং দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হয়। উন্নতজাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে গবাদি পশুর জিনগত উন্নয়ন করা হয়। যার ফলে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পশু খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্গত মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনার অধীনে বাছুরের সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা করা হয়। চলতি অর্থবছরে মোট ৮ হাজারটি বাছুরকে সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হয়েছে। সবুজ ঘাস উৎপাদন ও পুষ্টি সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে পশুর দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া কৃত্রিম প্রজননের সঙ্গে যুক্ত বেকার যুবক যুবতীদের এ.আই সেবা প্রদান ও বাছুর জন্মের জন্য ইনসেনটিভদেওয়া হয়। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও নতুন বেকার যুবক যুবতীদের কৃত্রিম প্রজনন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী জানান, দেশীয় জাতের উন্নয়ন এবং প্রাণীপালনকারীদের জন্য উন্নত প্রজাতির প্রজননক্ষম গাভি প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে গোকুল গ্রাম স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া প্রাণীপালনকারীদের প্রাকৃতিক প্রজননের জন্য উন্নত প্রজাতির প্রজননক্ষম সংকর দামরি বাছুর বিতরণ করা হয়। তিনি জানান, অধিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী গোপালকদের উৎসাহিত করার জন্য কাফ র্যালি এবং দুগ্ধ উৎপাদন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ও বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এনসিএস পোর্টালের স্বাক্ষরবিহীন রেজিস্ট্রেশন কার্ডই এখন থেকে চাকুরি প্রার্থীদের বৈধ রেজিস্ট্রেশন কার্ড হিসেবে গণ্য হবে

আগরতলা, ২০ মার্চ: চাকুরি প্রার্থীদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস (এনসিএস) পোর্টাল এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। উক্ত পোর্টাল থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপন্ন স্বাক্ষরবিহীন রেজিস্ট্রেশন কার্ডই এখন থেকে চাকুরি প্রার্থীদের বৈধ রেজিস্ট্রেশন কার্ড হিসেবে গণ্য হবে। ডাইরেক্টরেট অব এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস এন্ড ম্যানপাওয়ার প্ল্যানিং থেকে আজ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিজনেস রিফর্ম অ্যাকশন প্ল্যান এর অধীনে কন্টাক্টলেস সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে চাকুরি প্রার্থীদের এখন থেকে ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, বিশেষভাবে সক্ষমদের স্পেশাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ বা এসডিএম অফিসে অবস্থিত এমপ্লয়মেন্ট ইনফরমেশন এন্ড অ্যাসিস্ট্যান্স ব্যুরোতে গিয়ে এনসিএস কার্ডে স্বাক্ষর বা অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন নেই। এনসিএস রেজিস্ট্রেশন কার্ডের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকের দ্বারা স্বাক্ষর বা অনুমোদনের নিয়ম এখন থেকে বন্ধ করা হয়েছে।

‘ভারতীয় নববর্ষ - বিক্রম সম্বৎ ২০৮৩’ উপলক্ষে বক্তৃতা অনুষ্ঠান, আগরতলায় উদ্যোগ এবিআরএসএম ত্রিপুরার

আগরতলা, ২০ মার্চ,: ‘ভারতীয় নববর্ষ — বিক্রম সম্বৎ ২০৮৩’ উপলক্ষে এবিআরএসএম ত্রিপুরা (মহাবিদ্যালয় শিক্ষা)-এর উদ্যোগে আগরতলার রামঠাকুর কলেজে-এ এক গাম্ভীর্যপূর্ণ বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ তিথির পবিত্র লগ্নে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সংগঠনের সদস্যদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের অধ্যক্ষ, মহামন্ত্রী, কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং সাধারণ সদস্যদের পাশাপাশি কলেজের অধ্যক্ষসহ প্রায় ৭০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় দীপ প্রজ্জ্বলন এবং দেবী সরস্বতীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে। এরপর পরিবেশিত হয় ‘সরস্বতী বন্দনা’, যা পুরো পরিবেশকে এক আধ্যাত্মিক আবহে আবদ্ধ করে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস রায় চৌধুরী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামঠাকুর কলেজের অধ্যক্ষ ড. হারাধন সাহা নববর্ষ উদযাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ‘বৌদ্ধিক’ পর্ব, যেখানে বক্তব্য প্রদান করেন বিভাগ প্রচারক (খোয়াই ও পশ্চিম ত্রিপুরা) রাজেশ লোহার। তিনি তাঁর বক্তব্যে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভারতীয় নববর্ষ উদযাপনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। পাশাপাশি ভারতীয় জীবনধারা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধবিশেষ করে নৈতিকতা, কর্মসংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক চেতনা এবং পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়গুলি তুলে ধরেন।

এছাড়াও এবিআরএসএম ত্রিপুরা (মহাবিদ্যালয় শিক্ষা)-এর সভাপতি তীর্থরাম রিয়াং উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং এই শুভলগ্নের বহুমাত্রিক তাৎপর্য তুলে ধরেন।

শেষে সংগঠনের সম্পাদক শ্যামসুন্দর সরকার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ‘কল্যাণ মন্ত্র’ পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খল ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

এঞ্জেল চাকমা হত্যাকান্ডের বিষয়ে এ পর্যন্ত ৫ জন গ্রেপ্তার: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২০ মার্চ: দেরাদুনে ত্রিপুরার ছাত্র এঞ্জেল চাকমা হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ এখন পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের মধ্যে তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং দুজন কিশোর। প্রধান অভিযুক্ত পালিয়ে রয়েছে। পলাতক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক পল দাংশুর আনা একটি নোটিশের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এ তথ্য জানান। তিনি জানান, পলাতক প্রধান অভিযুক্তের সন্ধান পেতে দেরাদুন পুলিশ ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে এবং উত্তরাখন্ড পুলিশ সদর দপ্তর তার অবস্থান সম্পর্কে তথ্য প্রদানে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম এবং তল্লাসী অভিযান জারি রয়েছে। লুক আউট সার্কুলার ও ব্লু কর্নার নোটিশ জারির মতো আইনগত পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। আদালতে মামলাটির শুনানি চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এঞ্জেল চাকমার মৃত্যুর বিষয়টি খুবই হৃদয়বিদারক এবং স্পর্শকাতর বিষয়। তিনি বলেন, যেদিন এই ঘটনা ঘটে সেদিন থেকেই তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে খোঁজখবর রেখেছেন। ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই ২০২৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামির সাথে তিনি কথা বলেছেন। পরবর্তী সময়ে আবার উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি আশ্বাস দেন যে যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas